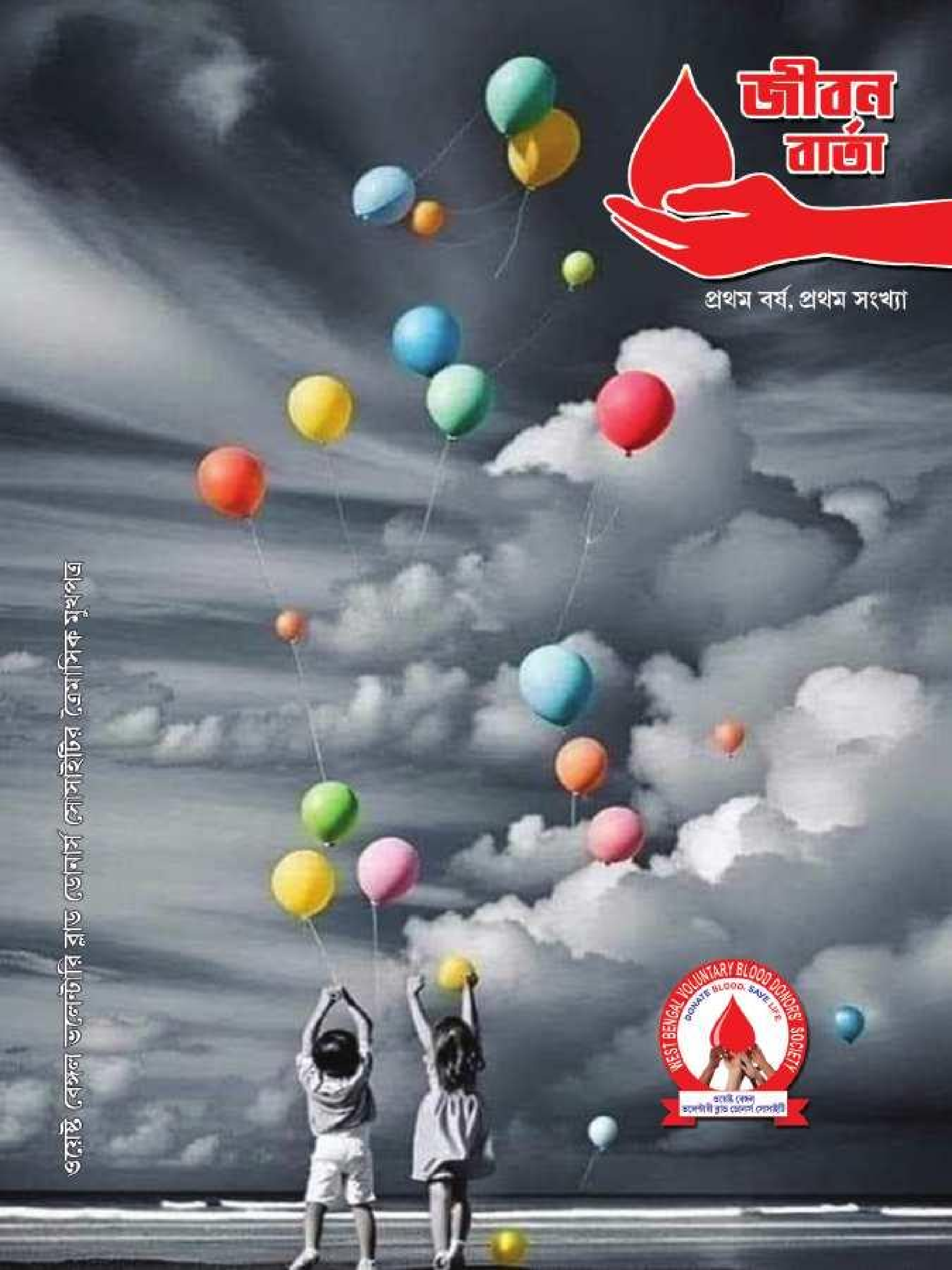
জীবন বার্তা
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির ত্রৈমাসিক মুখপত্র
WEST BENGAL VOLUNTARY BLOOD DONORS' SOCIETY
DONATE BLOOD, SAVE LIFE

ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি'র কাঠামো বিন্যাস

- পশ্চিমবঙ্গে সংগঠিত স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মকান্ডে যুক্ত সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাথে মেল বন্ধনের কাজ করবে ও সহযোগী স্বেচ্ছাসেবী বন্ধুদের একত্রিত করার কাজ করবে। সংগঠন একটি শীর্ষ আমেল সংস্থা (Umbrella Organisation) রূপে কাজ করবে।।
- স্বেচ্ছারক্তদান সংক্রান্ত শিক্ষা, উদ্বুদ্ধকরণ, রক্তদান (Education, Motivation, Donation)- এই তিনটি বিষয় নিয়ে কর্মরত রয়েছে এমন সংগঠনগুলি নির্দিষ্ট ফর্ম (Application Form for Membership) পূরণ করে WBVBDS সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন জানাতে পারবে। বছরের যে কোনো সময়ে সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করা যাবে। WBVBDS-এর বছর হবে এপ্রিল মাস থেকে পরবর্তী বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত।
- বার্ষিক সদস্য চাঁদার হার-সদস্য সংগঠন ৫০০ টাকা, ব্যক্তিগত ২০০টাকা।
- সদস্য সংগঠনগুলিকে নিজ নিজ সদস্যপদ বজায় রাখার জন্য বছরে ১বার বাৎসরিক কাজের প্রতিবেদন ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ Membership Retention Form জমা দিতে হবে।
- WBVBDS পরিচালনার জন্য বার্ষিক সাধারণ সভা থেকে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মাধ্যমে রাজ্যস্তরে পরিচালন কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ করবে। প্রয়োজনে নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কমিটি গঠন এই পরিচালন কমিটির নাম হবে Executive Committee, এই কমিটির কার্যকালের মেয়াদ হবে দুই বছর। বছরে ন্যূনতম ৪টি সভা হবে।
- নির্বাচিত Executive Committee এর প্রতিনিধিবৃন্দ প্রথম সভায় নির্বাচনের মাধ্যমে ১জন সভাপতি (President), ৬জন সহ সভাপতি (তার মধ্যে ১ জন মহিলা) (Vice President), ১ জন সাধারণ সম্পাদক (General Secretary), ২ জন সহ-সম্পাদক (Assistant Secretary), ১ জন কোষাধ্যক্ষ (Treasurer), ১৩ জন সম্পাদকমন্ডলী (Secretariat) সদস্য নির্বাচন করবেন এবং বাকি ২৯ জন সদস্য (Member) পদে অধিষ্ঠিত হবেন।
- সকল সদস্য সংগঠনের ১ জন করে প্রতিনিধি নিয়ে হবে রাজ্য কাউন্সিল বা State Council। প্রতি দুই বছর অন্তর নির্বাচিত State Council গঠিত হবে ও দায়িত্ব পালন করবে। বছরে ন্যূনতম দুটি সভা হবে। Executive Committee'র সিদ্ধান্ত রূপায়িত করবে
- পরিচালনার সুবিধার্থে প্রয়োজনবোধে আন্দোলন সংশ্লিষ্ট কাজে আগ্রহী ও অভিজ্ঞ বিশেষ বিশেষ সমাজকর্মীর পরামর্শ নেওয়ার জন্য Executive Committee বা State Council - এর সভায় আমন্ত্রণ জানানো ও তাঁদের সক্রিয় সহযোগীতা নেওয়া যাবে।
- প্রতি বছর বার্ষিক সাধারণ সভা হবে। সাধারণ সম্পাদক এই সভায় বার্ষিকপ্রতিদেন পেশ করবেন। সদস্যরা আলোচনা করে পরবর্তী কর্মসূচী স্থির করবেন।
- ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি তার আন্দোলনের কাজে সরকারি মান্যতা লাভের প্রয়োজনে সোসাইটি / ট্রাস্ট রেজিস্টিভুক্ত করার সুযোগ গঠনতন্ত্রে রাখা হয়েছে।

Join With Us Enroll Your Membership

WEST BENGAL VOLUNTARY BLOOD DONORS' SOCIETY
(A Voluntary Organization of Blood Donors, Motivation, Recruitment, Training & Education)
Registration under section 60 & rule 69. Book -IV, Volume No.: 2306-2024 being no.: 230600045
Jibandan Bhawan, SS-7, DDA Market, Bidhannagar, Durgapur-12, Paschim Bardhaman, West Bengal
Contact No.: 8609805407/9830979145/7001463857 :: E-mail: wbvbds@gmail.com

জীবন বার্তা JIBAN BARTA

ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার সোসাইটির মুখপত্র

প্রথম বর্ষ ।। প্রথম সংখ্যা ।। জানুয়ারি ২০২৫

সম্পাদক

সংগঠনের সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে

ডাঃ পল্লব কুমার দে ও ফজলুল হক

প্রকাশক ঃ সত্ত্বাধিকারী ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির পক্ষে

কবি ঘোষ, সম্পাদক

প্রচ্ছদ ভাবনা- অতনু কুণ্ডু

প্রুফ রিডার- রাজেশ পালিত ও অনন্ত চট্টোপাধ্যায়

অক্ষর বিন্যাস - 'সম্পর্ক', মুণ্ডলিকা, জাঙ্গীপাড়া,হুগলী

মুদ্রণ - সাধনা প্রেস, বর্ধমান

অনুদান-৩০.০০ টাকা

মতামত, বিজ্ঞাপন, লেখা সম্বন্ধীয় যোগাযোগ করুন ঃ-

সম্পাকদীয় দপ্তর 'জীবন বার্তা'

WEST BENGAL VOLUNTARY BLOOD DONORS' SOCIETY

(A Voluntary Organization of Blood Donors', Motivation, Recruitment, Training & Education)

Jibandan Bhawan, SS-7 DDA Market, Bidhannagar Durgapur-713212, Paschim Bardhaman, West Bengal

Contact: 8609805407 / 9830979145 / 7001463857

E-mail: wbvbds@gmail.com

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ৩
- সভাপতির কলমে ৪
- নিরাপদ রক্তে রক্ত কেন্দ্র গুলির ভূমিকা- ডাঃ বিজয় প্রসাদ মুখার্জী ৫
- কবিতা- 'প্রাণের আলো'- জয়দেব দত্ত ৭
- ব্লাড এক্ট - কেন জরুরি ? ৮
- রক্তদান আন্দোলন ও বর্তমান সময়- ডাঃ কাজলকৃষ্ণ বণিক ১০
- Blood Components,Their Separation, and Utilities- Dr. Sanjit Chaterjee ১৩
- কবিতা-'মহৎদান, বাঁচুক প্রাণ'- মিন্তেশ পোড়েল ১৫
- বর্তমান রাজ্য সরকারের থ্যালাসেমিয়া বাহক নির্নয়ের গাইড লাইন - কতখানি বিজ্ঞান সম্মত ? ১৬
- কেন আন্দোলন ও সংগঠন - বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তা- ডাঃ পল্লব কুমার দে ১৮
- আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এর এক ঝলক - স্বপন কুমার বন্ধু ২০
- কবিতা ' রক্তদানে যুবসমাজ'- রামনাথ পাল ও 'রক্তিম বার্তা'- গৌতম চক্রবর্ত্তী ২১
- সংগঠিত রক্তদান আন্দোলন ও আমাদের দাবী ২২
- সংগঠনের আয়না ২৪

সম্পাদকীয়

১৯৭৮ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 'আলমাটা'য় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, সারা বিশ্ব জুড়ে ২০০০ সালের মধ্যে 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' স্লোগান কে বাস্তবায়িত করা হবে, কিন্তু আজও তা অধরা। জনস্বাস্থ্য বর্তমান সমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা শুধু একটি দেশের নয়, বরং পুরো বিশ্বের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সঠিক জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি মানুষের গুণগত জীবনযাত্রা, কর্মক্ষমতা, এবং আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য এক অমূল্য উৎস। তবে, স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থায় অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেমন সীমিত সম্পদ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা মহামারির মতো পরিস্থিতি। এর জন্য আমাদের সরকারের উচিত কার্যকর স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা, যাতে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো যায়। জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা, প্রযুক্তির ব্যবহার, এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবার প্রসার দেশের জনগণের সুরক্ষিত ও উন্নত ভবিষ্যৎ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

রক্তদান একটি মহৎ এবং মানবিক কাজ, যা মানুষের জীবন রক্ষা ও সুস্থতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশ্বব্যাপী প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ দুর্ঘটনা, রোগ বা অপারেশনের কারণে রক্তের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। অথচ রক্তের সঠিক সরবরাহ না থাকলে তাদের জীবন হুমকির মুখে পড়তে পারে। রক্তদান শুধুমাত্র শারীরিক দানে সীমাবদ্ধ নয়, এটি একটি সামাজিক দায়িত্ব, যা একটি সমাজের মধ্যে একে অপরের প্রতি সহানুভূতি এবং সাহায্য করার মনোভাবের প্রকাশ। অধিকাংশ মানুষ জানে না যে, একজন মানুষের দান করা এক ব্যাগ রক্ত দ্বারা তিনটি মানুষের জীবন বাঁচানো সম্ভব। তবে, রক্তদান নিয়ে এখনও অনেক মানুষ দ্বিধা বা ভীতি পোষণ করেন, যার কারণে স্বেচ্ছায় রক্তদাতার সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। তাই, আমাদের উচিত রক্তদান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং এর প্রতি মানুষের আগ্রহ জাগানো, যাতে একে অপরকে সাহায্য করার এই মহৎ কাজটি আরও বিস্তৃত হয়।

কবিগুরুর সেই শিশু পাঠ্যর কথা, 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' দর্শন কে সামনে রেখে আমাদের সংগঠন ওয়েস্টবেঙ্গল ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার'স সোসাইটি তৈরি হয়েছে রাজ্যের রক্তদান আন্দোলন ও জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মীদের নিয়ে। বহুগুনীজনের সান্নিধ্য বহু স্বেচ্ছাসেবীর শ্রম-ঘাম-ভালবাসা- আবেগ ও সময়ের দাবী মেনে গত ২রা অক্টোবর ২০২৩ আসানসোল রবীন্দ্রভবনে পশ্চিমবর্ধমান জেলা ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স ফোরামের ২য় সম্মেলন শেষে বিশিষ্ট চিকিৎসক পদ্মশ্রী ডাঃ অরুণোদয় মন্ডল মহাশয়ের সভাপতিত্বে, জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের বিশেষজ্ঞ ডাঃ কাজলকৃষ্ণ বণিক সহ রাজ্যের ৮৫টি সংগঠনের নেতৃত্ব প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে রাজ্যে রক্তদান আন্দোলনকে সবল ও দৃঢ় করার লক্ষ্যেই ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি (পশ্চিমবঙ্গ স্বেচ্ছা রক্তদান আন্দোল সমিতি) গড়ে তোলা হয়েছে। গত ২-৩ মার্চ বর্ধমান শহরে প্রথম রাজ্য সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের অনেক গুলো সিদ্ধান্তের মধ্যে অন্যতম ছিল, সংগঠনের নিজস্ব মুখপত্র প্রকাশ করা, যা 'জীবন বার্তা' নামে দ্বিতীয় সম্মেলন মঞ্চে প্রকাশিত হতে চলছে। এই পত্রিকার মধ্যে দিয়ে আমরা রাজ্যের রক্তদান ও জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের বিভিন্ন খবর যেমন তুলে ধরবো পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞ দের লেখার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করবো যাতে আমাদের সংগঠকদের চেতনার মান উন্নত করতে পারি।

শ্রেণীযুক্ত সমাজে যখন প্রতিদিন শেখানো হয়, 'তুমি তোমার নিজের জন্য বাঁচো' তার বিপরীতে আমাদের এই উদ্যোগ। এক থালা পায়েস না হলেও এক মুঠো পরান্ন হয়ে উঠুক। আমি নয় আমরা, "I to we" তে রূপান্তর আমাদের সমবেত চেষ্টার মধ্যে দিয়ে সার্থক হয়ে উঠবেই।

সভাপতির কলমে

অনেক প্রতিবন্ধকতা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলিন্টারি ব্লাড ডোনারস সোসাইটির দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামী ১৭ই জানুয়ারি ২০২৫, বোলপুর গীতাঞ্জলি auditorium-এ । আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে সংগঠনের সকল সদস্য - সদস্যারা এই সম্মেলনকে সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য। রক্তদান মহৎ দান - - কারণ একজন সুস্থ মানুষ তার নিজের শরীরের অংশবিশেষকে (রক্ত) স্বেচ্ছায় দান করছেন অন্য একজন অসুস্থ মানুষকে বাঁচানোর জন্য। কে বলতে পারে কখন কার জীবনে বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। তাই মুমূর্ষ একজন রোগীর জন্য রক্ত দান করে নিজের মুমূর্ষ মুহূর্তের জন্য অঙ্গীকার করলেন। তাই আসুন আমরা সকলে এই মহৎ কর্মযজ্ঞে সামিল হয়ে নিজেদের স্বাভাবিক দায়বদ্ধতার পরিচয় দিই। রক্তদান আন্দোলন দীর্ঘজীবী হোক। ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলিন্টারি ব্লাড ডোনারস সোসাইটি আরো বৃহত্তর পরিসরে সামাজিক দায় দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিক, ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলিন্টারি ব্লাড ডোনারস সোসাইটি - এর সকল স্বেচ্ছাসেবক - সেবিকারা নতুন বছরের নতুন উদ্যোগে ঝাঁপিয়ে পড়ুক, তাদের জন্য রইল প্রাণভরা আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা। সমাজের সর্বস্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষরা এগিয়ে আসুন, হাতে - হাত মেলান ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলিন্টারি ব্লাড ডোনারস সোসাইটি -র সাথে । সফল হোক রক্তদান আন্দোলনের এ মহোৎসব।

- ডাঃ অরুণোদয় মণ্ডল
পদ্মশ্রী, ভারত সরকার
সভাপতি, ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলেন্টারি ব্লাড ডোনারস্ সোসাইটি

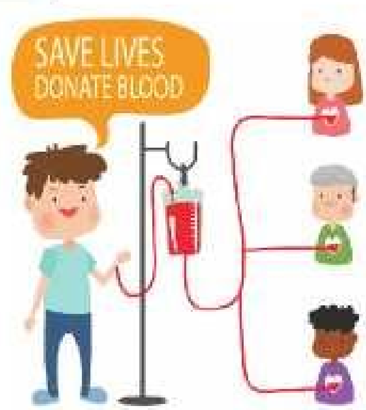

নিরাপদ রক্তে রক্তকেন্দ্রগুলির ভূমিকা

-বিজয় প্রসাদ মুখোপাধ্যায়
উপ-পরিচালক (রক্ত নিরাপত্তা বিভাগ), পঃ বঃ

নিরাপদ রক্ত বলাও আমরা সাধারণ মানুষেরা বুঝি, যে রক্তে কোন বিপদ নেই। সত্যি কথা বলতে কি, সিনেমা ইত্যাদির দৌলাতে সাধারণ মানুষের মনে আজও এই ধারণা আছে যে রক্ত মানেই একটি জীবন দায়ী ব্যাপার, যেটা অত্যন্ত সংকট জনক মুহূর্তে নায়কোচিত ব্যক্তিরাই দান করেন মুমূর্ষু কোন ব্যক্তিকে বাঁচানোর জন্য। রক্তের সম্পর্কের ব্যক্তিরা একই স্থানে পাশাপাশি দুই বিছানায় রক্ত দিচ্ছেন ও নিচ্ছেন এই দৃশ্যও খুব বিরল নয়। অর্থাৎ রক্তে আর যাই হোক যিনি দিচ্ছেন, রক্তাল্পতা জনিত কারণে তাঁর বিপদ হতে পারে, কিন্তু যিনি নিচ্ছেন তাঁর কাছে ভগবানের এক আশীর্বাদ; সেখানে বিপদের কোন সম্ভাবনা থাকতেই পারেনা। অথচ আশি নব্বই বছর আগে হতে শুরু করে আজ অন্ততঃ এই বিভাগের চিকিৎসক ও টেকনিশিয়ানরা খুব ভালোভাবেই জানেন যে রক্ত একটি 'দুই ধার বিশিষ্ট' তরবারী (DOUBLE EDGED SWORD); এক দুই দিকেই আঘাত করার ক্ষমতা আছে। আর এখানেই আসে নিরাপদ রক্তের প্রসঙ্গ।

সরকারী ভাবে একটি বিভাগই আছে ক্ষ্মরক্ত নিরাপতাক্ষ্ম। এই বিভাগ টি তৈরীই হয়েছিল রক্ত যে নিরাপদ নাও হতে পারে সেই কথা ভেবে। যে ভাবনা শুরু হয়েছিল অনেক অনেক আগে কিছু সহৃদয় চিকিৎসকদের চিন্তা ভাবনায় যাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন রক্ত শরীরে দিলেই আহামরি কিছু যাদু হয়ে যায়না; বেশ কিছু গুরুতর ক্ষতিও করতে পারে। ল্যান্ডস্টাইনার নামের এক বিজ্ঞানী তো দেখিয়েই দিলেন যে সব রক্ত এক নয়, এর অনেক রকম শ্রেণী ভেদ আছে। পরবর্তীকালে আরো বিজ্ঞানীরা দেখালেন, আরো অনেক রকম শ্রেনী আছে বা থাকার সম্ভাবনাও আছে। এইসব দেখে সুপ্রীম কোর্ট বা আমাদের দেশের সর্বোচ্চ আদালত ও নির্দেশ দিলেন " To set the house in order " বা সব কিছু ঠিক ঠিক চালানো হোক। তৈরী হল মান নির্ণয়ক ব্যবস্থা, "জাতীয় রক্ত সংবহন সংসদ" বা " National Blood Transfusion Council" যাদের দ্বারা আবার প্রত্যেক রাজ্যে স্থাপিত হল "রাজ্য রক্ত সংবহণ সংসদ" বা " State Blood Transfusion Council "। রক্তকে বলা হল একটি 'ওষুধ' বা 'ড্রাগ' যা অন্যান্য ওষুধের মতই মানুষের অসুখ বা কষ্ট উপশমে কাজে লাগবে। টাকা পয়সা লেনদেন করা ব্যাংকের মত রক্ত লেনদেন করা Blood Bank বা ব্লাড ব্যাংক গুলিতে বলা হল কোন লেনদেনের জায়গা নয়, সম্পূর্ণ সজীব একটি ওষুধ (সজীব, সুতরাং অতি দুর্লভ ওষুধই বলা যায়) সম্বন্ধীয় সম্পূর্ন একটি প্রতিষ্ঠান বা কেন্দ্র বা রক্তকেন্দ্র !! আজাকর আলোচনার প্রসঙ্গই হল "নিরাপদ রক্তে রক্ত কেন্দ্রগুলির ভূমিকা" !

রক্তকেন্দ্রগুলি কি জ্ঞানতঃ 'অ-নিরাপদ' রক্ত নিয়ে অবহেলা কার? এটা নিশ্চয়ই হওয়া উচিত নয়। সে ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন আসতেই পারে যে সম্পূর্ণ সর্দিচ্ছা থাকলেই কি ১০০ শতাংশ নিরাপদ রক্তের ব্যবস্থা করা যায়? এই উত্তারর মধ্যেই লুকিয়ে আছে আজকের আলোচনা বা পৃথিবীর সমস্ত রক্তকন্দ্রের মূল আলোচনার সূত্রটি। সূত্রটি বলার আগে একটু আকর্ষণীয় করার জন্য লরেন্স নামের এক ভেষজ বিজ্ঞানীর উদ্ধৃতির স্মৃতি চারণা করি "Poison oin accurate dose is the best medicine and medicine inaccurate dose is the worst poison" অর্থাৎ কোন একটি বিষাক্ত বস্তু ও সঠিক স্থানে সঠিক মাত্রার প্রয়োগে উৎকৃষ্ট ওষুধের কাজ করাও পারে আবার কখন পরিচিত/ব্যবহৃত ওষুধ ও ভুল স্থানে ভুল মাত্রার প্রয়োগে অত্যন্ত ক্ষতিকর হায় উঠাত পারে। রক্তের ক্ষেত্রে ও বিজ্ঞানের অনেক উন্নতির পরেও আজও বলা যায় "পৃথিবীতে কোন রক্তই ১০০ শতাংশ নিরাপদ নয়"!!!

কেন নিরাপদ নয় এই প্রশ্নের বিজ্ঞানগত দিক থেকে অনেক জঠিল তত্ত্বের অবতারণা না করেও অত্যন্ত সহজ ভাবে বলা যায় যে, রক্ত একটি সজীব বস্তু হওয়ার জন্য প্রকৃতিগত দিক থেকে সবার কাছে ১০০ শতাংশ গ্রহন যোগ্য বা 'নিরাপদ' হতে পারেনা। এছাড়া নীতিগত দিক থেকে সংবহনের দ্বারা সংক্রমণের জীবাণু আমাদের দেশে পাঁচ ছয়টি করানো হলেও বহু উন্নত দেশে সংখ্যাটি ১০০-১৫০ ছাড়িয়ে যায়। স্বভাবতই বোঝা যাচ্ছে, আমাদের দেশে আমরা বাকীগুলির পরীক্ষাই করিনা। তাস্বত্ত্বেও পরিসংখ্যান দিয়ে প্রমান করা সম্ভব যে আমাদের দেশেই অন্যান্য রাজ্যের তুলনার পশ্চিমবঙ্গে সংবহন সংক্রমণের ঘটনা সামগ্রিক ভাবে ১ শতাংশের ও কম। আলাদা করে বললে আরো কম দেখাবে। উদাহরণস্বরূপ ২৭.১২.২০২৪ তারিখে সকালে পশ্চিমবঙ্গে এই সংবহণ সংক্রমণের পরিমান ছিল সামগ্রিক ভাবে ০.৭৬ শতাংশ, (এইচ আই ভি ০ % ,হেপাটাইটিস বি ০.৪৩৫ %, হেপাটাইটিস সি ০.১৫৮ % , এইচ আই ভি ০.০৬১%, ম্যালেরিয়া ০.০% , সিফিলিস ০.১১৭%।) সংখ্যা বা অনুপাতগুলি ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজ্যগুলির থেকে অনেক কম।

এবার আসি মূল বিষয় বস্তুতে। নিরাপদ রক্ত, রক্তকেন্দ্রের ভূমিকা সম্পর্কে ভাবতে গেলে প্রথমেই যে কথা মনে আসে তাহল, পৃথিবীর অন্য সজীব পদার্থের মতই এখন ও পর্যন্ত রক্ত কৃত্রিম ভাবে তেরী করার কোন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি। সুতরাং নিরাপদ রক্ত বলতে দাতাদের নিকট হতে সংগৃহিত রক্তই বোঝাবে। নিরাপদ রক্তদাতা বলতেও আবার বিজ্ঞান, রাশিবিজ্ঞান সমাজতত্ত্ব সব মিলিয়ে বলা যাবে, যে সমস্ত ব্যক্তিরা ঝুঁকিপূর্ণ জীবন যাপন করেন না এবং নিঃস্বার্থ ভাবে বারে বারে (বারে বারের অর্থ হল বারে বারে জীবাণুর পরীক্ষা হওয়া) রক্তদান করেন তাঁরাই সবথেকে নিরাপদ রক্তদাতা এবং তাঁদের দেওয়া রক্তই সবথেকে নিরাপদ রক্ত।এই নিরাপদ রক্তের ব্যবস্থা করা যাঁদের দায়িত্ব তাঁরা নিংসন্দেহে রক্তকেন্দ্রগুলি। সুতরাং নিরাপদ রক্তে রক্ত কেন্দ্রগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

এবার খুব সুনিদ্দিষ্ট ভাবে নিরাপদ রক্তে রক্ত কেন্দ্রগুলির ভূমিকা লিপিবদ্ধ করা যাক।

ক) পরিসংখ্যানগত এবং ব্যাবহারিক তথ্যগুলির পর্যালোচনা করে দেখা গেছে সমস্ত জনসাধারণের সমস্ত রকমের ঝুঁকি বা অন্যান্য বিষয়গত বাদেও প্রায় ৩২.২ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ নিরাপদে রক্ত দিতে পারেন অথচ প্রয়োজন পড়ে মাত্র ১ হতে ২ শতাংশ মানুষের। একদম সাম্প্রতিক গবেষনার মর্ম দেখে অবাক লাগে যে সাধারণ মানুষের ১ শতাংশ মানুষও, রক্তদানের উপকারিতা গুলি জানেন না। অর্থাৎ শুধু যে অপরের জীবন বাঁচানোর জন্যই নয় নিজের শরীর ভালো রাখার জন্যও নিয়মিত রক্তদান প্রয়োজন, এই মূল্যবান তথ্যটিই সাধারণ মানুষের ১ শতাংশ ও জ্ঞানেন না।এই জানানোর অনেক পদ্ধতি আছে; জেলার মুখ্য প্রশাসক ম্যাজিস্ট্রেট মহাশয়/মহাশয়া হাতে শুরু কার জেলার প্রতিটি কর্মচারীর মাধ্যমেই এর প্রচেষ্টা জারী রাখা যায়, কিন্তু ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থলের মত (Epi- centre) এই সামাজিক আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল রক্তকেন্দ্রগুলিই হওয়া উচিত এবং সেগুলি তাঁরা করেও থাকেন।

খ) সুস্থ শরীর ও স্বেচ্ছায় রক্তদান যেহেতু মূল বিষয়, এই দুটি বিষয় প্রতিটি রক্তদানেরই মূল শর্ত, সেটির দিকে নজর দেওয়ার দায়িত্বও রক্তকেন্দ্রগুলিরই হওয়া উচিত কেননা রক্ত নেওয়া, পরীক্ষা করে নিরাপত্তার ব্যাপারটি নিশ্চিত করে ভবিষ্যতের গ্রহীতার জন্য ব্যবাস্থা করে রাখাটাও তাদেরই পড়ে। সেটি খুব সহজ ব্যাপার নয়। রক্ত নেওয়ার আগে শারীরিক ও মানুষিক সুস্থতা, নৈতিক দিক (Ethical part) ইত্যাদি বিচার, বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করে তার রক্তটিকে উপযুক্ত বলে ঘোষনা করার সিদ্ধান্ত ও রক্ত কেন্দ্রকেই নিতে হয়। আমাদের পোষাকী ভাষায় এগুলির অনেক পর্যায়ের উল্লেখ করা আছে। Predonation screening, medical history taking, medical examination, intra and post donation counselling , all steps of T. T. I. assessment, component separations ,cross matching issue এই গুলি, সেইগুলিরই কিছুর উল্লেখ মাত্র এবং এগুলির সবই রক্ত কেন্দ্রগুলিতে খুবই ভালো ভাবে এবং বলাই বাহুল্য নিঃশব্দে, কোন প্রচার ছাড়াই করা হয়ে থাকে।

(গ) এর পরের কাজই বড়ই সুন্দর এবং মন ভরানো। এত ক্ষেত্রের আলোচনার মাধ্যমে আশা করি এইটুকু পরিষ্কার হয়েছে যে সাধারণ মানুষ নামক বিশাল সরোবরের মধ্যে উপযুক্ত রক্তদাতাদের মত সাধারণ মাছদের রক্তকেন্দ্রগুলি খুঁজে বের করে বিভিন্ন ধরনের জালের মাধ্যমে একদম নিরাপদ মাছগুলিকে ছেঁকে তুলে ওষুধ হিসাবে যে সমস্ত মানুষের প্রয়োজন তাঁদের জন্য সরবরাহ করে। এইখানেই আসে কোটি কোটি টাকার একটি মহামুল্যবান প্রশ্ন যাঁরা 'নিরাপদ মাছ' বলে বিবেচিত হন না, তাঁদের কি করা হয়? তাঁদেরকি আরো অসুস্থ বা বিপজ্জনক অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয়? উত্তর হল, 'না একদমই না!!!' প্রতিটি ছাঁকুনীর দ্বারা ছেঁকে আনা ' নিরাপদ নন' এমন মাছদের সুস্থ থাকার জন্য সরকারের যে যে ব্যবস্থাগুলি আছে, তাদের সাথে এঁদের সম্পূর্ণ বিনামুল্যে, প্রয়োজনে গোপনীয়তা অবলম্বন করে এনাদের যুক্ত করে দেওয়া হয়। এমন কি যারা সৌভাগ্য ক্রমে প্রথম ধাপে সন্দেহজনক হিসাবে (First screening test positive Or Reactive donor) বিবেচিত হয়েও পরবর্তী পর্যায়ে চিহ্নমুক্ত বলে ঘোষিত হয়েছেন (Non positive donor), তাঁদেরও যাতে ভবিষ্যতে সারাজীবন ঝুঁকিমুক্ত থাকতে পারেন তার জন্য " সম্পূর্ণ সুরক্ষা কেন্দ্র" গুলিতে পাঠানো হয়। বাকী ক্ষেত্রে ম্যালেরিয়ার জীবাণু থাকলে সেই সংকান্ত প্রোগ্রাম (NVBDCP), এইচ.আই.ভি ১ বা ২ থাকলে NACP- V, সিফিলিস বা উপদংশ থাকলে RTI/STI (HIV এর ই একটি শাখা), লিভারের ভাইরাস (BBC) থাকালে NVHCP প্রোগ্রামের সাথে যুক্ত করা হয়। আমাদের রক্তকেন্দ্রের কাউন্সেলে রা যেহেতু এই সমস্ত মানুষদের সুখ দুঃখের সাথে জড়িয়ে থাকেন, তাঁদেরকেই এই গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, এবং তাঁরা এগুলি কার চলেছেনও।

(ঘ) আলোচনার প্রায় শেষের দিকে আমরা প্রাইভেট রক্তকেন্দ্রগুলির সম্বন্ধেও একটু আলোচনা করবো। স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে শুধু আমাদের পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতবর্ষই নয় পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষেরা সরকারী বা বেসরকারী যে কোন রক্তকেন্দ্র হতেই এই ধরনের পরিষেবা নিতে পারেন বা নিয়ে থাকেনও। মানুষ বেসরকারী ক্ষেত্রে পরিষেবা নিলেও দেশের নাগরিকের স্বাস্থ্যের কথা সরকার সবসময়ই ভাবেন ও তাই বিভিন্ন লাইসেন্স বা কাউন্সিলের মাধ্যমে এইগুলির গুনগতমান বজায় রাখার দিকে জোর দেন। তা সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যজনক ভাবে, এটিকে একটি ''লাভজনক অথচ অত্যাবশকীয় পণ্য" ভেবে বহু বেসরকারী রক্তকেন্দ্রই কিছু অসাধু পন্থা অবলম্বন করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি হল উপহারের মাধ্যমে প্রলুব্ধ করা, কোন প্রতিদানের ব্যবস্থা না রাখা, সরকারী নির্দেশনামাকে অগ্রাহ্য করে বা গোপন করে কিছু অন্যায্যমূল্য আরোপ করা, নিজেদের রক্তাকেন্দ্রে রক্ত থাকা স্বাতেও সরকারী কার্ডগুপি অসৎ উপায়ে হস্তগত করে সেইগুলির মাধ্যমে সরকারী রক্তকেন্দ্র হতে রক্ত নিয়ে যাওরা, যথেষ্ঠ পরিকাঠামো না থাকা স্বতেও রাজনৈতিক প্রভাববা অর্থের প্রভাব খাটিয়ে উচ্চ ক্ষমতাযুক্ত রক্তাংশ তিরী করার নাম করে আসলে নিম্ন গুনের ই রক্ত দেওয়া নেওয়া করে 'রক্ত নিরাপত্তায় মারাত্মক ঝুঁরি সৃষ্টি-করা ইত্যাদি। সরকারীস্তরে এগুলি নিয়ন্ত্রণের স্রীমাবদ্ধতা থাকার জন্য বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনদেরই সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী সমাধানের দিকে চলতে হবে।

সবশেষে সকলের কাছে এই আবেদন যে মানবতার এই অতি প্রয়োজনীয় উচ্চ বিজ্ঞানের বিষয়টিতে সকলেই নজর দিনে এবং তাতে ইতিবাচক অনুঘটক বা Positive Catalyst এর কাজ করুন স্বেচ্ছাসেবী যে কোন সংগঠন, বিশেষ কার রক্তদাতাদের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠকরা!!

****

প্রাণের আলো

জয়দেব দত্ত,
কাটোয়া,পূর্ব বর্ধমান।

রক্ত নিয়ে জাতের লড়াই কেন হলো শুরু
শিক্ষা দেখি ডুবে গেছে সব সেজেছে গুরু।
জীবন যখন রসাতলে যাচ্ছে ধীরে-ধীরে
রক্ত তখন শক্ত হাতে মোকাবিলা করে।
জাতি ধর্ম মুছে দিয়ে রক্ত ধরেছে লাল
সেই রক্তেতে জীবন বাঁচে ধরে আবার হাল।
বামুন-মুচি সবার দেহে বইছে একই রক্ত
আবার কেন এসব নিয়ে করছে নানা ব্যক্তি।
রক্তাভাবে প্রাণ যাবেনা হলে সচেতন
স্বচ্ছ মনের মানুষ হয়ে বাঁচাই জীবন।
জাতি ধর্ম শিকেয় তুলে মানব সেবার ব্রতী
জীবন যখন ফিরে পাবে নেই সেখানে ক্ষতি।
রক্ত যখন জীবন বাঁচায় দেখতে লাগে ভালো
সর্বধর্ম মিলেমিশে জ্বালায় প্রাণের আলো।

ব্লাড এক্ট - কেন জরুরি ?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) রক্তদান সম্পর্কে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে, যা সারা বিশ্বে নিরাপদ রক্ত সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। WHO এর মতে, রক্তদান একটি স্বেচ্ছাসেবী এবং নিঃস্বার্থ কার্যক্রম হওয়া উচিত, যা কোনো ধরনের আর্থিক বা বস্তুগত প্রলোভনের ভিত্তিতে হওয়া উচিত নয়। রক্তদানের ক্ষেত্রে দাতার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা অত্যাবশ্যক, যাতে দাতা এবং রক্ত গ্রহণকারী উভয়ের সুরক্ষা নিশ্চিত হয়। রক্তদাতার বয়স সাধারণত ১৮ থেকে ৬৫ বছরের মধ্যে হতে হবে এবং দাতার ওজন ন্যূনতম ৫০ কেজি হতে হবে। রক্তদানের পূর্বে দাতার হিমোগ্লোবিন স্তর পরীক্ষা করতে হবে, যা পুরুষদের জন্য কমপক্ষে ১২.৫ গ্রাম/ডেসিলিটার এবং মহিলাদের জন্য ১১.৫ গ্রাম/ডেসিলিটার হওয়া উচিত।

রক্ত সংগ্রহের সময় এবং এর পরে সম্পূর্ণ সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি, যেমন জীবাণুমুক্ত সরঞ্জাম ব্যবহার এবং রক্তদানের পরে দাতার পর্যাপ্ত বিশ্রামের ব্যবস্থা। WHO এই বিষয়টিও জোর দিয়ে বলেছে যে রক্তদান প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপ স্বচ্ছ এবং মানসম্পন্ন হওয়া উচিত। সংগৃহীত রক্তকে সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রায় রাখা এবং রক্তের বিভিন্ন উপাদান পরীক্ষা করা, যেমন সংক্রামক রোগের উপস্থিতি (এইচআইভি, হেপাটাইটিস বি এবং সি, সিফিলিস ইত্যাদি), অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এছাড়াও, WHO সুপারিশ করে যে প্রতিটি দেশের উচিত একটি সুসংগঠিত এবং কেন্দ্রীয় রক্ত সরবরাহ ব্যবস্থা গঠন করা, যা ১০০ু স্বেচ্ছাসেবী রক্তদানের ওপর নির্ভর করবে। এটি রক্তের অভাব দূর করার পাশাপাশি অসুস্থ রোগীদের জন্য নিরাপদ রক্ত সরবরাহ নিশ্চিত করবে। সচেতনতা বৃদ্ধি, রক্তদাতাদের প্রশিক্ষণ, এবং দাতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী রক্তদান সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য চহ্ঞ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

বর্তমানে ভারতে কোন আইন নেই।অথচ উন্নয়নশীল সকল দেশে নিজস্ব ব্লাড আইন আছে।ভারতে, ওষুধ ও প্রসাধনী আইন, ১৯৪০৬,৭ এর ধারা ৩ (b) (under section 3(b) of the Drugs and Cosmetics Act– 19406,7) এর অধীনে মানুষের রক্ত 'ড্রাগ' এর সংজ্ঞার আওতায় রয়েছে কারণ রক্ত এবং রক্তের উপাদানগুলি নির্দিষ্ট ক্লিনিকাল অবস্থার চিকিৎসার জন্য থেরাপিউটিক এজেন্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়।বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন SOP আছে ও সেন্ট্রাল গভর্মেন্ট এর একটা গাইডলাইন আছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এই কাজ গুলো হয়। সব ক্ষেত্রে সমান প্রোটোকল মানা হয় না। কিন্তু আমরা যখন Quality Blood বা সঠিক গুনমান সম্পন্ন রক্তের কথা বলছি তখন একটা নির্দিষ্ট আইন সময়ের দাবি রাখে।

রক্তদান সম্পর্কিত একটি মডেল আইন প্রণয়ন করা রক্তদান প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং রক্তের প্রাপ্যতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি মডেল আইন রক্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরীক্ষা, বিতরণ এবং ব্যবহারের প্রতিটি ধাপে মানদণ্ড নির্ধারণ করতে সাহায্য করবে। এই আইনে রক্তদান সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবী এবং বিনামূল্যে হওয়া বাধ্যতামূলক করা উচিত, যাতে আর্থিক প্রলোভনের মাধ্যমে রক্ত সংগ্রহের অনৈতিক প্রথা বন্ধ করা যায়। রক্তদাতাদের বয়স, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য যোগ্যতার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যা রক্তদাতা এবং রক্তগ্রহীতার নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

মডেল আইনে রক্ত সংরক্ষণ ও পরীক্ষার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ও মানসম্মত প্রটোকলের ব্যবহার বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। রক্তের গুণগত মান বজায় রাখতে এবং সংক্রামক রোগ ছড়ানো রোধ করতে প্রত্যেক ব্যাগ রক্তকে সংক্রমণমুক্ত করার প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি, প্রাইভেট এবং সরকারি ব্লাড ব্যাংকগুলির কার্যক্রমের উপর নজরদারি এবং নিয়মিত অডিটের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

এই আইনে রক্তদাতাদের অধিকার এবং সুরক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক। রক্তদানের পরে দাতার বিশ্রাম এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সহায়তা পাওয়ার অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি, রক্তদান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কর্মসূচি, স্কুল-কলেজে রক্তদান ক্যাম্প, এবং দাতাদের প্রণোদনা দেওয়ার ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

এছাড়া, রক্ত সংগ্রহ এবং বিতরণ প্রক্রিয়ার ডিজিটালাইজেশন ও ডেটাবেস তৈরির মাধ্যমে রক্তের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে সমন্বয় আনা সম্ভব। আইনটি কালোবাজারি এবং রক্তের অযৌক্তিক বাণিজ্য বন্ধে কঠোর শাস্তির বিধান অন্তর্ভুক্ত করবে। এই মডেল আইন রক্তদান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনসাধারণের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ভারতবর্ষ একটি বিশাল জনসংখ্যাবহুল দেশ যেখানে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ চিকিৎসার জন্য রক্তের উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা, অস্ত্রোপচার, দুর্ঘটনা বা থ্যালাসেমিয়া ও ক্যান্সারের মতো গুরুতর রোগের ক্ষেত্রে রক্তের চাহিদা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে, রক্তদান সম্পর্কিত সচেতনতার অভাব এবং সংগঠিত রক্ত সরবরাহ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই রক্তের অভাবে রোগীদের জীবন বিপন্ন হয়। এই প্রেক্ষাপটে, সার্বজনীন রক্তদান আইন প্রণয়ন করা অত্যন্ত জরুরি। একটি সার্বজনীন রক্তদান আইন নিশ্চিত করবে যে প্রত্যেক সুস্থ এবং যোগ্য ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময় অন্তর রক্তদান করবেন, যা রক্তের ঘাটতি দূর করতে সাহায্য করবে। এটি রক্ত সংগ্রহের প্রক্রিয়াকে আরও সংগঠিত করবে এবং কালোবাজারে রক্ত বিক্রির মতো অনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ করবে। এছাড়া, এই আইন জনসাধারণের মধ্যে রক্তদান সম্পর্কিত ভুল ধারণা দূর করবে এবং মানুষকে উৎসাহিত করবে রক্তদান করতে। আইনটি রক্তদাতাদের জন্য সুরক্ষার বিধান রাখবে যেমন, সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া বা রক্তদানের সঠিক ব্যবস্থাপনা। স্বাস্থ্যসেবার খাতে এটি একটি বড় পদক্ষেপ হবে, যা বহু মানুষের জীবন বাঁচাতে সহায়ক হবে এবং একটি মানবিক ও সমানতাভিত্তিক সমাজ গঠনে অবদান রাখবে।

ভারতবর্ষে প্রাইভেট ব্লাড ব্যাংকগুলির কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে একটি শক্তিশালী আইন প্রণয়ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রাইভেট ব্লাড ব্যাংকগুলি রক্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বিতরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এদের অপারেশন স্বচ্ছ নয় এবং মুনাফার জন্য অনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালিত হয়। রক্তের কালোবাজারি, অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণ, এবং রোগীদের ভুল তথ্য প্রদান করার মতো সমস্যাগুলি এর উদাহরণ। সঠিক আইন না থাকায় অনেক সময় এই প্রতিষ্ঠানগুলি অপরীক্ষিত বা নষ্ট রক্ত বিতরণ করে, যা রোগীদের জন্য মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করতে পারে। একটি নিয়ন্ত্রণমূলক আইন প্রাইভেট ব্লাড ব্যাংকগুলির কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে। এই আইনের মাধ্যমে রক্ত সংগ্রহ ও বিতরণ প্রক্রিয়ায় সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড আরোপ করা যাবে, যা রক্তের গুণমান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। পাশাপাশি, রোগীদের আর্থিক শোষণ বন্ধ করতে এবং রক্তের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণে এই আইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এটি স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে এবং প্রাইভেট ব্লাড ব্যাংকগুলিকে জনস্বার্থে কাজ করতে বাধ্য করবে।

আগামী দিনে এই বিষয়ে সকলের সঠিক মতামত নিয়ে ব্লাড আইন তৈরী করতেই হবে।

"জীবিতকালে রক্তদান
ও মৃত্যুর পর চক্ষুদান"
মানবসেবায় মহান দান।

রক্তদান আন্দোলন এবং বর্তমান সময়

ডাঃ কাজল কৃষ্ণ বণিক
জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ

" এক বোতল রক্ত আমার প্রান বাঁচিয়েছে। সে কি তোমার?"- প্রশ্ন উঠতে পারে, তাই কি সম্ভব? শুধুমাত্র এক বোতল রক্তে বেঁচে যাবে অন্য আর একটি মানুষের প্রাণ! সত্যি ,সত্যিই সম্ভব, যদি আমরা সবাই এই বাক্যটি গভীর ভাবে অনুধাবন করতে পারি।

আসলে এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটি বহুলভাবে ব্যবহার করা হয় রক্তদান কর্মসূচীর প্রচারের কাজে। অনেকাংশেই এটি একটি প্রতীকী বিজ্ঞাপন। রক্ত যে আমাদের জীবনে কত বড় এবং জরুরী একটি বিষয় যা সম্যক বোঝানোর জন্য এই বাক্যটি রচনা করা হয়েছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তারা সহজেই বুঝতে পারবেন জীবন ও মৃত্যুর মাঝের সময়টুকুর গুরুত্ব। বিজ্ঞান অনুযায়ী রক্ত এক বিশেষ ধরনের তরল সংযোগ কলা। শরীরের এক অঙ্গের সাথে অন্য অংশের মধ্যে শুধুমাত্র যান্ত্রিক সংযোগ স্থাপন না, এই কলার মাধ্যমেই শরীরের সর্বত্র পুষ্টি ও অক্সিজেন সরবরাহ করা হয়। স্নায়ুতন্ত্র ও সংবহন মানব জীবনের সচলতা ও সক্ষমতার মূল চালিকাশক্তি।

কিন্তু আজকের পৃথিবীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় সব সাফল্য লাভের পরেও আমরা জানি আজ পর্যন্ত বিশ্বের কোন গবেষনাগারে রক্ত তৈরি করা সম্ভব হয় নি। আজও মানুষের রক্তের প্রয়োজনে অন্য আর একজন মানুষের দরকার হয়।

সেই মানুষটি তার সহ নাগরিকদের প্রয়োজনে রক্ত দেবেন কি না তার জন্য দরকার মানুষটির মধ্যে সচেতনতা, সদিচ্ছা ও সম্ভাবনা। আমাদের মধ্যে এই তিনটি মানবিক গুণাবলীর অভাব আছে বলেই রক্তদান সম্পর্কে আরও আলাপ আলোচনা আয়োজন করা দরকার।

আশ্চর্যের বিষয় হলো আজও বহু মানুষের মধ্যে রক্ত ও রক্তদান সম্পর্কে নানা রকমের ভয়, ভীতি, সংস্কার, অবৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনা এবং ধর্মীয় টানাপোড়েন বর্তমান রয়েছে। অথচ আমরা সবাই জানি যে জাতি , ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের রক্তের রং লাল। সম্ভবতঃ এই জাতীয় দ্বিতীয় আর কোন বস্তু এই ভূখণ্ডে নেই ।
সাম্প্রতিক কালে একদিন শ্লোগান খুব জনপ্রিয় হয়েছে যে পথে ঘাটে বা যুদ্ধ ক্ষেত্রে রক্তপাত না করে রক্ত ভান্ডারে রক্ত দান করুন।

বিশ্বের বর্তমান এই টালটামাল অবস্থায় নতুন করে আবার যুদ্ধের উম্মাদনা উঁকি দিচ্ছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় না, আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশের আকাশেও আজ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি।
তাছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত কারণে রক্তের প্রয়োজন হয় সেগুলি শুধু যে বিদ্যমান রয়েছে তাই না, তার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে। এখন অনেক বড় বড় জটিল ও জীবনদায়ী অপারেশন করা হচ্ছে। ক্যান্সার ও প্রতিস্থাপন মূলক চিকিৎসা বাড়ছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রক্তের চাহিদা।

স্বাভাবিকভাবেই রক্ত জোগানোর পদ্ধতি, প্রকরণ ও উৎস বিস্তৃত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আর আমরা যদি সেই চাহিদা পূরণ করতে না পারি, সেই সুযোগে এক শ্রেণীর অসাধু মানুষ বা ব্যবসায়ী রক্ত নিয়ে কালোবাজারি করতে সচেষ্ট হয়ে উঠবেন। শুরু হবে রক্তের কালোবাজারি। ইতিমধ্যেই অনেক জায়গায় সেই জাতীয় অনৈতিক কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। তার ফলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে রক্ত বাহিত কিছু সংক্রমণ ও অসুখ ছড়িয়ে পড়ার।
চিকিৎসা পরিষেবায় গুরুত্বপূর্ণ ও জীবনদায়ী এই রক্ত আজ আমাদের দেশে বিশেষ ঔষধ হিসেবে স্বীকৃত। একদিকে যেমন রক্ত সংগ্রহ, পরীক্ষা ও সরবরাহ বাড়ানোর প্রক্রিয়া চলছে, পাশাপাশি রক্তের অপচয় রোধ ও যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার সুনিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে।

তার সত্বেও রক্তের প্রয়োজন কিন্তু সম্পূর্ণ মেটানো সম্ভব হয় নি। আগামী দিনের অতিরিক্ত চাহিদা পূরণ করতে এখন থেকেই পরিকল্পনা করে নতুন নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করে সেই চাহিদা পূরণের চেষ্টা করতে হবে।

পাশাপাশি যে দু তিনটি প্রতিরোধযোগ্য অসুখ আমাদের রক্তের চাহিদা বাড়ায়, যেমন থ্যালাসেমিয়া এবং পথ দুর্ঘটনা, সেই বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।

আর সেই কাজে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে।

কিভাবে আমরা সেই কাজ করতে পারি? মনে রাখতে হবে যে সবার আগে সবাইকে রক্তদান সম্বন্ধে জানাতে হবে। দিকে দিকে এই বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে যে, সক্ষম সমস্ত মানুষকে (১৮ থেকে ৬৫ বছর বয়সী যে কোন সুস্থ পুরুষ বা মহিলা যাদের ওজন ৪৫ কেজি বা তার বেশি) সকলকে বছরে অন্তত তিন থেকে চার বার রক্ত দিতে এগিয়ে আসতে হবে।

তোমরা আমাদের রক্ত দাও, আমি তোমাদের জীবন ফিরিয়ে দেব। সেই রকমের এক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী এবং যুব সমাজ রক্তদানে বিপ্লব ঘটাতে পারে। তাদের এই বিষয়ে বিস্তারিত জেনে, বুঝে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে রক্তদানের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্বন্ধে সজাগ করে তুলতে হবে। থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে ছাত্র যুবদের এগিয়ে আসতে হবে। এটি অত্যন্ত জরুরি কাজ। সহজ, সরল ভাষায় মানুষের কাছে রক্তদানের গুরুত্ব আবেদনের আকারে নিয়ে যেতে হবে। এই কাজ করতে ধৈর্য্য, সহনশীলতা ও একাগ্রতা অত্যন্ত জরুরি। মানুষের সাথে খোলাখুলিভাবে রক্তদানের খুঁটিনাটি বিষয় আন্তরিকতার সাথে ভাগ করে নিতে হবে। মানুষকে সচেতন করতে হবে যে রক্ত দান শুধুমাত্র জীবন দান না, এটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও রচনা করে।

এই কাজে আমাদের সকলেরই কিছু না কিছু করার আছে। আমাদের সমাজে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার, ভ্রান্ত ধারণা এবং অসাম্য ব্যাপক ও বিস্তৃত, সেই কারণে বহু মানুষ আজও রক্ত দিতে এগিয়ে আসেন না। তাদের মধ্যে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও সংশয় আছে। ছাত্র যুবরাই এই সমস্ত বাধা ও প্রতিবন্ধকতা দূর করে মানুষকে রক্ত দিতে উৎসাহী করে তুলতে পারে।

অনেকের কাছেই রক্তদানের প্রাথমিক তথ্য আজও পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয় নি। অনেক যোগ্য ব্যক্তিদের কাছে সামান্য অনুরোধটুকু পৌঁছে দেওয়া হয় না। রক্তদানকে একটি সামাজিক আন্দোলনের রূপ দিতে। সকলকে ,"এ বয়স জানে রক্তদানের মহত্ত্ব" মন্ত্রে দীক্ষিত করতে হবে। আমাদের ছাত্র, যুবদের নতুন যৌবনের দূত হিসেবে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে রক্তদানের খুঁটিনাটি নিরন্তর ব্যাখ্যা করতে হবে। কখনও ব্যক্তিগতভাবে , কখনও এক একটি দল বা গ্রুপ তৈরি করে আবার কখনো কোন সংস্থা, ক্লাব বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একযোগে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এই কাজ করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে এই কাজ পারস্পরিক সম্পর্ক, সহযোগিতা এবং সহমর্মিতা নিয়ে করতে হবে। মহৎ এই কাজে শুধু শুধু দেয়াক্ষ্ম থাকবে, প্রাপ্তির কোন ক্ষ্ম পক্ষ্ম থাকলে হবে না। আমাদের জনে জনে বোঝাতে হবে সব জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার উর্ধ্বে উঠে রক্ত দান আন্দোলনে অংশ নিতে হবে। আঠারো বছর বয়স থেকে শুরু করে ষাট বছর বয়স পর্যন্ত একজন মানুষ রক্ত দিতে পারবেন। আগ্রহী মানুষের শারীরিক সক্ষমতা পরীক্ষা করে তবেই তাকে রক্ত দেবার অনুমতি দেন চিকিৎসক। একজন পুরুষ বছরে চারবার এবং একজন মহিলা বছরে অন্ততপক্ষে তিনবার স্বচ্ছন্দে রক্ত দান করতে পারেন। বর্তমান সময়ে, বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা একজন মানুষের থেকে আলাদা করে শুধুমাত্র রক্তরস (প্লাজমা) এবং অনুচক্রিকা (প্লেটিলেট) সংগ্রহ করতে পারি। তবে প্লাজমার ক্ষেত্রে বছরে সর্বাধিক তেরো বার আর প্লেটিলেট দানের ক্ষেত্রে বছরে সর্বাধিক চব্বিশ বার পর্যন্ত নেয়া যায়।

আমাদের নিশ্চয়তা ও নির্ভরতা জুগিয়ে সহাস্যে বলতে হবে, আমরা পারি। " মানুষ মানুষের জন্য। জীবন জীবনের জন্য।" এই কাজ করতে সবার আগে লাগবে নিজেদের সদিচ্ছা জাগানো। নিজেদের জেনে নিতে হবে। নিজের আত্মবিশ্বাস বজায় রেখে রক্তদান কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে হবে। যারা ইতিমধ্যে আন্দোলনে আছেন, তাদের সাথে সংযোগ স্থাপন করে সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। মনে রাখতে হবে ক্ষ্ম প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। নিজের নিজের লক্ষ্য স্থির করে একেবারে গোড়া থেকে শৃঙ্খলা মেনে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়া দরকার। সময় নিয়ে, ধৈর্য্য সহনশীলতা নিয়ে মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। তাদেরকে ভরসা জোগাতে হবে। নিজের নিজের বন্ধু, আত্মীয় স্বজন ও সহকর্মীদের যুক্ত করার চেষ্টা করে যেতে হবে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে। আরো বেশি মানুষ যাতে স্বেচ্ছায় রক্তদান করতে এগিয়ে আসেন, সেই লক্ষ্যে সকলকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এই আন্দোলনের কোন স্তরে কোন রাজনীতি থাকবে না। এই আন্দোলনের মধ্যে ধর্মীয় বিভাজন থাকবে না। সবাইকে নিয়ে সবাইকার জন্য এই সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আমরা তো জানি যে মানুষ সামাজিক জীব। সে হিসেবে মানুষের একে অপরের প্রতি কিছু দায় দায়িত্ব থাকে। আমরা সেই কাজটাই সংগঠনের মাধ্যমে করতে পারি।

প্রখ্যাত দার্শনিকের কথা, 'সংগঠিত হওয়া হোল আত্ম মর্যাদার একটি চিহ্ন মাত্র'। সংগঠনের মধ্যে দিয়ে আমরা একদিকে যেমন নিজেদের আন্তঃসম্পর্ক উন্নত করতে পারি, অন্যদিকে বহু জরুরি বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে প্রশাসনকে বাধ্য করতে পারি। রক্ত এবং রক্তদানের অনেক জরুরী অসম্পূর্ণতা এইভাবে সংগঠন তৈরি করে দূর করা সম্ভব হয়েছে। একটি সংগঠন যদি সকলের সম্মিলিত মতামত নিয়ে কর্মসূচি পালন করে , তবে সংগঠন লক্ষ্যের পথে রাস্তা অনেক ছোট করে দেয়। সংগঠনের কর্মীদের নিজস্ব ব্যক্তিত্বে পরিবর্তন না এনেও শুধু মাত্র অভ্যাসে বদল করেই কাঙ্ক্ষিত কাজ করা সম্ভব। রক্তদান আন্দোলনের প্রতিটি কর্মীকেই সেই বোধে সদা সতর্ক থাকতে হবে। এখনও যে সব অপ্রতুলতা রয়েছে সেগুলো নিরসনে দরকার একটি সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল এবং কর্মোদ্যোগী সংগঠন। এই সংগঠন ছাড়া কোন অধিকার আদায় করা সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে সমাজে আমরা সকলেই একে অপরের উপর নির্ভরশীল। প্রয়োজনগুলি বিবিধ এবং বহুমুখী। এইগুলি মূলতঃ জৈবিক, মানসিক ও সামাজিক। এই বিষয়গুলো রক্তদান আন্দোলনের সাথে সমান ভাবে প্রযোজ্য। তাই এগুলো পুরণের উদ্দেশ্যে শক্তিশালী সংগঠন তৈরি করা দরকার।

সকল মানুষের নিরাপদ রক্ত সুনিশ্চিত করার এই লড়াই এ এক কঠিন লড়াই। আমাদের সকলের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতার পথে ঐক্যমত তৈরি করে, নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি মেনে নিত্য নতুন সদস্যদের যুক্ত করতে হবে যাতে মর্য্যাদাগত পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন থেকেও লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে।

আমাদের চার্লস হর্টনের বিখ্যাত উক্তি ক্ষমানুষের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলাফল হিসেবে সামাজিক সংগঠনের জন্ম হয় এবং সামাজিক সংগঠনগুলি পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজন পূরণ করতে পারেক্ষ।

যদিও সব দানকেই মহান দান হিসেবে গণ্য করা হয় কিন্তু রক্তদান সব থেকে মহান এবং পুণ্যের কাজ। কারন এতে কারো প্রানের রক্ষা হয়, জীবন ফিরে পায়।

তাই তো আমাদের সকলের উচিত রক্ত বিজ্ঞানের প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করে নিজেদের একজন স্বেচ্ছা রক্তদাতা হিসেবে গড়ে তোলা।আমরাই পারি অন্যদের উদ্বুদ্ধ করে একটি সক্রিয় সংগঠন গড়ে তুলতে। আর তাই করার জন্য আমাদের হাতিয়ার নিজেদের আপন সংগঠন। সেই সংগঠনের পতাকাতলে সমবেত হয়ে আমরাই পারি মানুষের কাছে মানুষ হিসেবে দাঁড়িয়ে বলতে;" ভয় কি। আমরা তো আছি"।

এখানে আমরা সবাই রাজা। আমাদের রাজত্বে। আমারা সবাই নেতা। আমরা সবাই কর্মী। সবাই সমান। কেউ কারো উপরে নয়। কেউ কারো নীচে নয়। আমাদের কোন নির্দিষ্ট গুরু থাকবে না। আমাদের একটাই মন্ত্র --- অসুস্থ, মুমূর্ষ মানুষের জন্য রক্ত আমরা সুনিশ্চিত করব । সেই মন্ত্রে সকলকে দীক্ষিত হতে হবে।

CERTIFICATE
OF APPRECIATION
INDIA BLOOD DONATION NGO CONCLAVE - 2024
This is to certify that
WEST BENGAL VOLUNATRY BLOOD DONORS SOCIETY

আমাদের সংগঠন এখন ভারত সরকারের স্বীকৃত

Blood Components, Their Separation, and Utilities

Dr. Sanjit Chaterjee
MOIC, Asansol District Hospital Blood Center

A Scientific Perspective Blood is a vital tissue composed of various cellular and plasma components, each with distinct physiological roles. Blood can be separated into components to optimize its therapeutic utility, conserve resources, and minimize risks to recipients. Below, we explore the main blood components, their rationale for separation, and their specific clinical utilities.

Major Blood Components

1.Red Blood Cells (RBCs) :

- Description: Enucleated cells containing hemoglobin; responsible for oxygen transport and carbon dioxide removal.
- Storage: Stored at 1-6°C in additive solutions, typically for up to 42 days.

2.Platelets :

- Decription: Small, anucleate cell fragments derived from megakaryocytes; critical for hemostasis and clot formation.
- Storage: Stored at 20-24°C with continuous agitation; shelf life is 5-7 days.

3.Plasma :

- Description: Straw-colored liquid portion of blood containing coagulation factors, proteins, electrolytes, and nutrients.
- Storage: Can be frozen at -18°C or lower as Fresh Frozen Plasma (FFP) for up to 1 year.

4.Cryoprecipitate :

- Description: A concentrated portion of plasma, rich in fibrinogen, von Willebrand factor, Factor VIII, and Factor XIII.
- Storage: Stored frozen, usually for up to 1 year.

Why Blood is Separated into Components?

1.Optimal Utilization :

- Whole blood may not address specific deficiencies in patients. Component therapy allows targeted treatment.
- For example, a patient with anemia benefits from RBCs, while a thrombocytopenic patient requires platelets.

2.Resource Conservation :

- From a single unit of donated blood, multiple patients can benefit by separating and distributing components.

3.Reduced Risk of Adverse Reactions :

- By transfusing only the required component, risks such as volume overload, alloimmunization, and unnecessary antigen exposure are minimized.

4.Customizable Therapy :

- Enable precise matching of patient needs (e.g., plasma for coagulopathy, cryoprecipitate for hypofibrinogenemia).

Utilities of Blood Components

1.Red Blood Cells (RBCs) :

- Indications: Anemia, acute blood loss, surgical blood loss, chronic hemoglobinopathies.
- Mechanism: Increases oxygen-carrying capacity and restores tissue oxygenation.

2.Platelets :

- Indications : Thrombocytopenia (e.g., due to chemotherapy, aplastic anemia), platelet function disorders, active bleeding.
- Mechanism: Prevents or controls bleeding by supporting clot formation.

3.Plasma :

- Indications: Coagulopathies (e.g., liver disease, DIC), massive transfusion protocols, reversal of warfarin effect.
- Mechanism: Provides essential clotting factors and volume support.

4.Cryoprecipitate :

- Indications: Hypofibrinogenemia, von Willebrand disease, bleeding due to Factor XIII deficiency.
- Mechanism: Supplies fibrinogen and other specific coagulation factors critical for clot stabilization.

In order to obtain blood while maintaining quality in this method, some issues need to be kept in the awareness of the camp organizers, motivators as follows:

* The camp has to be completed within a certain period of time, because while the quality of the blood is good, the component separation should be done within 6-8 hours and each part should be stored according to specific guidelines.

* Since component separation is a time-consuming matter, care must be taken to ensure that the blood center's stock is full at all times. If blood is needed in an emergency, even if blood is donated (replacement donation), it may take up to 24 hours to get blood in the current system. One unit of blood cannot be separated in a separation machine, according to the machine, a specific unit of blood is required (in multiples of 2).So the number and quantity of voluntary blood donation camps should be increase to get a quality blood - that's our 100% goal.

Conclusion

Separating blood into components exemplifies the precision medicine approach in transfusion science. By tailoring therapy to individual patient needs, it not only improves clinical outcomes but also optimizes resource allocation in healthcare. Advances in component preparation and storage technologies continue to enhance the safety and efficacy of transfusion medicine.

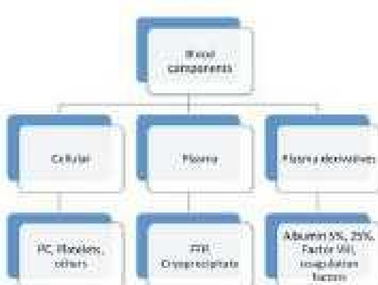

মহৎ দান বাঁচুক প্রাণ....

মিন্তেশ পোড়েল, হুগলী

লাল রঙের এই তরল কেমন
বইছে শিরায় শিরায়,

তুমি আমি করলে দান
কত যে প্রাণ বাঁচায়।

এই অবদান রাখতে সবাই
এসো দলে দলে.......... ,,

মানবতার লাগুক ঢেউ
জাত ধর্ম ভুলে।।

উদার মনে এগিয়ে এসো
থেকো না আর খাঁচায়।

তুমি আমি করলে দান
কত যে প্রাণ বাঁচায়।।

মহা দানে সামিল হয়ে
এসো জনে জনে,

তোমার দেওয়া রক্তে দেখ
বাঁচবে কেউ প্রাণে।

কারোর মুখে ফুটলে হাসি
ভরবে তোমার হৃদয়,

তুমি আমি করলে দান
কত যে প্রাণ বাঁচায়।

ভয় না করে এগিয়ে এসো
সাহস রেখো মনে,

বাঁচবে মানুষ বাঁচবে সমাজ
তোমার রক্ত দানে।

রক্তদান জীবন দান
সহজ কথা নয়,

তুমি আমি করলে দান
কতো যে প্রাণ বাঁচায়।।

দিকে দিকে পড়ুক ছড়িয়ে
মানবতার ঢেউ............,

প্রাণ থেকে প্রাণ বাঁচবে সবার
হাত বাড়ালে কেউ।।

প্রাণীর শ্রেষ্ঠ তকমা নিয়ে
জাগুক সবার হৃদয়,

রামের রক্তে বাঁচবে রহিম
জাতের বিচার নয়।।

লক্ষ মানুষ সজাগ আছে
চেতনার মহৎ দানে,

এর বাইরেও অধিক মানুষ
ঘুরে বেড়ায় আনমনে!!

আজকে ভাবার দিন এসেছে
হাতটি রেখো হাতে,

রক্ত দানের অঙ্গীকারে
নতুন জীবন দিতে।।

একের রক্তে অন্যে বাঁচে
হয়তো সবার জানা,

নিয়মিত রক্তদানের
নেই যে তুলনা.......।।

অসুখ-বিসুখ থকবে দূরে
সুস্থ শরীর পেতে,

বছরান্তে তিন-চারবার
হবেই রক্ত দিতে।।

আপন রক্তে বাঁচিয়ে তুলি
রুখতে অকাল মরণ,

সৃষ্টি কর্তার করুণ কৃপায়
ধন্য মানব জীবন।।

বর্তমান রাজ্য সরকারের থ্যালাসেমিয়া বাহক নির্নয়ের গাইড লাইন - কতখানি বিজ্ঞান সম্মত?

থ্যালাসেমিয়া হল একটি জন্মগত জেনেটিক অস্বাভাবিকতা যা অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন এবং লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা হ্রাস দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। থ্যালাসেমিয়া একটি দীর্ঘস্থায়ী রোগ যার আজীবন পর্যবেক্ষণ ও চিকিৎসা প্রয়োজন। এই রোগের একটি অন্যতম চিকিৎসা হলো নিয়মিত রক্ত সঞ্চালন করতে হয় রুগির শরীরের। এই রোগ জিনগত তাই এই রোগ একবার হয়ে গেলে তা থেকে মুক্তি পাওয়া প্রায় দুঃসাধ্য কিন্তু অসম্ভব নয়। তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটা কথা "Prevention is better than Cure " যেকোনো রোগের ক্ষেত্রে ই যেমন প্রযোজ্য এই রোগের ক্ষেত্রে ও ১০০ু সত্যি। এই রোগ দেশ থেকে নির্মূল করা সম্ভব তার জন্য একটি সঠিক বিজ্ঞান সম্মত ও বাস্তবোচিত কর্মসূচি প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে ই State Thalassemia Control Program চালু হয়েছিল ২০০৬-০৭ সালে। এই থ্যালাসিমিয়া কন্ট্রোল ইউনিট গুলো প্রধানত সপ্তাহে দুদিন বা তার অধিক দিন আউটডোরে রুগি দেখতেন ও থ্যালাসেমিয়া বাহক নির্নয় পরীক্ষা করতেন। বিভিন্ন স্কুল / কলেজের ছাত্র- ছাত্রীদের মধ্যে সিভিক এর মাধ্যমে এই রোগের হজের মাথায় বৃদ্ধি ও রোগের বাহক নির্ণয় শিবির সংঘটিত হতো। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন এই কাজে সহায়তা করত। সাধন তো বাহক নির্ণয় হত হিমোগ্লোবিনের এর ইলেকট্রফোরোসিস (HPLC) পদ্ধতির মাধ্যমে । যেটা থ্যালাসেমিয়া বাহ্ব নির্ণয়ের সর্ব আধুনিক এবং সর্ব শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। এই ডিপার্টমেন্ট পরবর্তীকালে ২০১৬-১৭আর্থিক বর্ষে NHM এর তত্ত্বাবধানে চলে যায় এবং নাম করন হয় Haemoglobinopathies Control Program. পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০১৯-২০ আর্থিক বর্ষে ০১/২১/২০১৯ তারিখ থেকে সেন্ট্রাল গভর্মেন্টি এর ROP approved in ২০১৯-২০ NHM এর গাইডলাইন মেনে মোট ৩৬ টি সেন্টারের (থ্যালাসেমিয়া কন্টোল ইউনিট) মাধ্যমে Haemoglobinopathies Control Program in West Bengal পরিচালিত করছিল।

কিন্তু খুব দুঃখের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করলাম পশ্চিম বঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দফতর থেকে ২৩/৯/২৪ তারিখ এ একটি standard operating procedure (SOP) প্রকাশ করে থ্যালসেমিয়া বাহক নির্ণয় পরীক্ষার ব্যাপারে এক নতুন নির্দেশিকা জারি হলো।

যাতে বলা হলো হসপিটালে গর্ভবতী মায়ের দের শুধু মাত্র রক্তনমুনা সংগ্রহ করার পর শুধুমাত্র CBC Test (complete blood count) করে সবার আধার নাম্বার সহ Thalamon software a upload করতে হবে। অর্থাৎ CBC রিপোর্ট থেকে শুধু MCV ও MCH পরিমাপ দেখে Normal or Carrier বলা হবে , আর যদি ওই পরিমাপ গুলো ডাক্তারবাবুর কাছে কোন ভাবে সন্দেহজনক মনে হয় তখন ই শুধু HPLC করা হবে ও তাঁর blood status নির্ণয় করা হবে। যদি মা থ্যালাসেমিয়া বাহক হন, তখন মহিলার স্বামীর রক্ত পরীক্ষা একই পদ্ধতিতে করা হবে। যদি ওনার রিপোর্টে থ্যালাসেমিয়া বাহক বের হয়, তখন ওনাদের উভয় কে কাউন্সিলিং করা হবে, পরবর্তীতে গর্ভাবস্থায় ভ্রূনের হিমোগ্লোবিন এনালাইসিস করার জন্য। (যা গর্ভাবস্থায় ১২ থেকে ১৪ সপ্তাহের মধ্যে করা হয় এবং এই রিপোর্টের মাধ্যমে সম্পূর্ণ জানা যায় ভবিষ্যতে যে পৃথিবীতে আসছে সে থ্যালাসেমিয়া মুক্ত না থ্যালাসেমিয়ার রুগি) ।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে থ্যালাসেমিয়ার বাহ্বর নির্ণয়ের সর্বশেষ এবং সর্ব সঠিক পরীক্ষা হিমোগ্লোবিং ইলেকট্রপ্রসিস SHPLC পদ্ধতি তে হয়) । যদিও এই পরীক্ষা একটু ব্যয় সাপেক্ষ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই তাই অনেক সময় অনেক জনগোষ্ঠীর মধ্যে করার জন্য CBC করে প্রাথমিক স্ক্রিনিং করা হয়, তারপরে সেই রিপোর্টকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের ইলেকটোফোরোসিস করা হয় নিশ্চয় সিদ্ধান্তের জন্য। CBC এর মধ্যে শুধু MCV (mean corpuscular volume) ও MCH (mean corpuscular haemoglobin) করলে ই হয়না RDW (red blood cell distribution width) এর পরিমাপ ও জরুরি। তা কিন্তু বর্তমান SOP তে কোন উল্লেখ নেই। তাছাড়া বর্তমানে কোন আউটডোর ক্যাম্প করার গাইডলাইন এই নতুন SOP তে লিপিবদ্ধ করা নেই।

আমরা আমাদের এতদিনের কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি শুধু CBC value যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নয়, তার সঙ্গে Haemoglobin Analysis অর্থাৎ Hb A, Hb F o Hb A2 values ও খুবই প্রয়জনীয়। Hb A2 values নির্ণয় করা (HPLC মাধ্যমে) না হলে সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব নয় ও করলেও তা অবৈজ্ঞানিক।

শুধুমাত্র CBC test করলে অনেক বাহক (S carrier– D carrier) Normal হিসেবে চিহ্নিত হবার প্রভূত সম্ভাবনা থাকবে যা কিনা সামাজিকভাবে অত্যন্ত্য বিপদজনক ও আমরা যারা স্বেচ্ছায় ওই কাজ করছি তাদের কাছে ও অনভিপ্রেত ও মূললক্ষ্যের পরিপন্থী নয় বলে ই মন করি।

তাই আমরা স্বাস্থ্য ভবনের আধিকারিকদের অনুরোধ করব ওই SOP পুনর্বিবেচনা করতে ও এতদিনের প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থা, যা কিনা যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য, বহাল রাখা শুধু নয় আরও সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং সকল স্কুল (অষ্টম শ্রেণী থেকে) ও কলেজে সচেতনতা শিবির ও বাহক নির্ণয় পরীক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করতে।

এ ব্যাপারে সর্বশেষ সরকারী গাইডলাইন

WORKFLOW

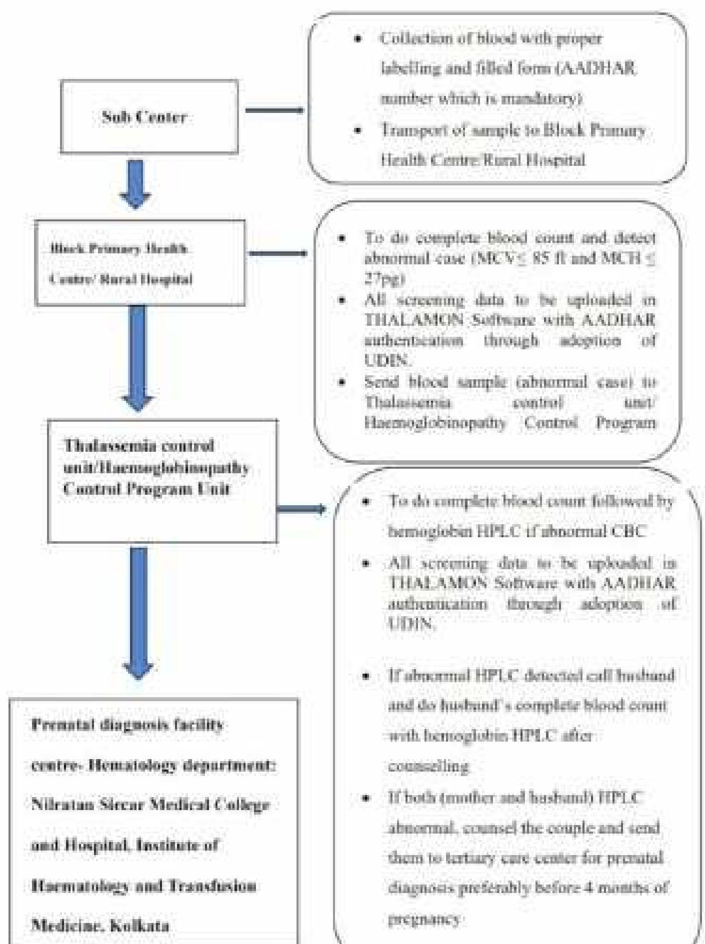

কেন আন্দোলন ও সংগঠন - বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তা।

আন্দোলন শব্দের আভিধানিক অর্থ হল কোন লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রচার বা আলোড়ন অথবা সঞ্চালন। আমরা সকলেই জানি যে রক্ত হল একটি আপদকালীন ঔষুধ, যা একমাত্র সংগ্রহ করা হয় মানবদেহ থেকে।এই আদান প্রদান ব্যবস্থাকে এক কথা বলা হয় রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি।১৬১৬ সালে উইলিয়াম হার্ভে আবিষ্কার করেন যে প্রাণীর দেহে রক্তের একটা চলমান প্রভাব আছে।১৬৬৫ সালে রিচার্ড লোয়ার একটি কুকুরের দেহে আরেকটি কুকুরের রক্ত সঞ্চালন করে তার প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিলেন। শুভ সূচনা হয় রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি র। ১৮১৮ সালে ডাঃ জেমস ব্লান্ডেল অন্য একজন মানুষের রক্ত সরাসরি সঞ্চালিত করে একজন মানুষের প্রাণ বাঁচাতে সফল হয়েছিলেন। তার প্রায় ১০০ বছর পর ১৯০১ সালে কার্ল ল্যান্ডেস্টেইনার রক্তের গ্রুপ আবিষ্কার করে চলিত রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত করেন।১৯৩৬ সালে বার্সেলোনা সিটি ব্লাড ব্যাঙ্কে নর্মান বেথুন প্রথম রক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করেন। সেই সাথে ১৯৩৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে কুক কান্ট্রি হাসপাতালেই বিশ্বের প্রথম ব্লাড ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।১৯৩৯ সালে কলকাতা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন ভারতের প্রথম ব্লাড ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় বেঙ্গল রেডক্রশ সোসাইটির সভাপতি ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর হাত ধরে। পরবর্তী সময়ে রক্ত সংরক্ষণের পদ্ধতি এবং রক্ত সংরক্ষণ করার জন্য প্লাস্টিকের ব্যাগ, রক্তদানের জাতীয় নীতি প্রণয়ন ধীরে ধীরে সংঘটিত হয়। ১৯৯৮ সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে ভারতবর্ষে পেশাদারী রক্ত গ্রহণ বন্ধ করার আইন প্রণয়ন হয়। শুরু হয় স্বেচ্ছা রক্তদান। যে পদ্ধতির দ্বারা অনেক বেশি সুরক্ষিত রক্ত সংগ্রহ করা যায়। কারণটা কি ? ভ্যলেন্টারি ব্লাড ডোনেশনে যত ভালো করে রক্তদাতার মেডিকেল যোগ্যতা বিচার করার সুযোগ থাকে , রিপ্লেসমেন্ট ব্লাড ডোনেশনে তত কম রক্তদাতার মেডিকেল যোগ্যতা বিচার করার সুযোগ থাকে । কারণ রক্ত গ্রহীতার আপৎকালীন অবস্থা ,অনেক বেশি নেগেটিভ প্রেশার সৃষ্টি করে। যার ফলস্বরুপ রক্তের গুণগত মান হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি চোরা পথে পরিচালিত হবার সুযোগ সৃষ্টি হয়। যদি স্বেচ্ছায় রক্তদান করে রক্তের ভান্ডার সবসময়ের জন্য মজুত থাকে তাহলে এই সুযোগ একদমই আসেনা। স্বেচ্ছায় রক্তদান যত কম হবে তত এই সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। পদ্ধতির মধ্যে দুর্নীতির আশ্রয় নেবে। বর্তমান ব্যবস্থায় শুধুমাত্র সরকারি ব্লাড ব্যাংকের সীমাবদ্ধ নেই অনেক বেসরকারি ব্লাড ব্যাংক ও গড়ে উঠেছে। এই সময়ে দাড়িয়ে রক্ত সঞ্চালন পদ্বতির যেমন পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জিত হচ্ছে, ও তার সাথে সাথে রক্তদান ব্যবস্থাও প্রবাহিত হচ্ছে। তাই রক্তদান কোন মেলা বা উৎসব নয় এটা আন্দোলন।সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ঠিক করেই এই আন্দোলন কে পরিচালনা করতে হবে।

বর্তমানে আমাদের রাজ্যে মোট রক্তের চাহিদা মোটামুটিভাবে প্রতি বছর ২০ লক্ষ ইউনিট। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি করার জন্য রক্তের প্রয়োজন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে সংগ্রহ হয় ১৭/১৮ লক্ষ ইউনিট। তার মধ্যে বিশেষ করে গ্রীষ্মকাল ও উৎসবের সময় একটা রক্ত সংকট তৈরি হয় ।বর্তমানে প্রতি হাজার জনের মাত্র ১০ জন রক্তদান করেন। এই সংখ্যাটা যদি ১৪ হয় তাহলেই আমাদের রাজ্যের রক্তের চাহিদা অনেকটা সমাধান করা সম্ভব। এই সমস্যা সমাধানে যেমন অধিক সরকারি ব্লাড সেন্টার এর তত্ত্বাবধানে রক্তদান শিবির করতে হবে ঠিকই, তার সঙ্গে চাই রক্তদান সচেতনতা।

রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি যেমন একাধারে মানবিক আন্দোলন তার সাথে সাথে বৈজ্ঞানিক আন্দোলন ও বটে। তাই এই আন্দোলন এর আরো বিকাশ ঘটাতে গেলে দরকার আরও মানবিক মুখ কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কে সাথে নিয়েই।

সময়ে ডাক আমাদের সকল মিলে বিভিন্ন দুর্নীতি, অব্যবস্থার বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে লড়াই করে মানুষ বাঁচানোর পথ কে আরও প্রশস্ত করা।

পশ্চিমবঙ্গের স্বেচ্ছায় রক্তদান আন্দোলন কে আরও বিস্তারিত করতে এবং সেই সাথে রক্তদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি, ১০০ স্বেচ্ছা রক্তদান সংগঠিত করতে ওয়েস্টবেঙ্গল ভলান্টারী ব্লাড ডোনারস সোসাইটির গঠন। এক কথায় সারা রাজ্যের স্বেচ্ছা রক্তদান আন্দোলন এর সহিত যুক্ত ব্যক্তি /সংস্থা /সংগঠনদের যৌথ মঞ্চ।

ওয়েস্টবেঙ্গল ভলান্টারী ব্লাড ডোনারস সোসাইটির পথ চলা শুরু হয় রাজ্যের রক্তদান তথা জন বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ৩০০ অধিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও নিবেদিত প্রান দের নিয়ে এক মহতি রাজ্য সম্মেলন মধ্য দিয়ে গত ২-৩ রা মার্চ বর্ধমান শহরে মেডিকেল কলেজ ও হসপিটাল অডিটোরিয়াম এ।

- সরকারী রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থা কে উন্নত করো ও প্রসারিত করো।
- বেসরকারী রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থার উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনগনের জন্য উন্মুক্ত করো।
- রক্ত সম্পর্কিত ও সেই সাথে সংক্রামিত অসুখের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা গড়ে তোলো ও রোগীদের বন্ধু হও।
- স্বেচ্ছা রক্তদাতা, উদ্বুদ্ধিকারক, ও শিবির সংগঠকদের বন্ধন দৃঢ় করো এবং নতুন নতুন বন্ধু খোঁজো।
- শিবিরে উপঢৌকন রোধে সচেতনতা বৃদ্ধি।

সুনির্দিষ্ট এই পাঁচটি আহ্বান নিয়ে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সারা রাজ্যের সমস্ত জেলার প্রতিনিধি নিয়েই। সম্মেলন মঞ্চে আমরা মানবতার বন্ধনে আরো বেশি বেশি করে একে অপরের পাশে দাঁড়াই ও সময়ের ডাক - ''বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে বাঁচাবো লক্ষ প্রাণ '' সাড়া দিই। সেই সম্মেলন মঞ্চে আমরা নিম্ন বর্নিত উদ্দেশ্য নিয়ে ভবিষ্যতে একসাথে সারা রাজ্য তথা দেশ ব্যাপি কাজ করবো এই অঙ্গীকার বদ্ধ হই ..

ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারী ব্লাড সোসাইটির মূল উদ্দেশ্যগুলি হলোঃ

১। রাজ্যের স্বেচ্ছা রক্তদান আন্দোলনসংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলির সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে মেলবন্ধন ঘটানো।

২। আন্দোলনের বিস্তৃতির স্বার্থে নতুন নতুন সংগঠন স্থাপনে উৎসাহ ও সহায়তা দান।

৩। রাজ্যের রক্তসঞ্চারণ পরিষেবার উন্নতিকল্পে সরকার, যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষ, সংস্থা, নির্দিষ্ট ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পরিদর্শক, নীতি-নির্ধারক, প্রশাসন ইত্যাদির সঙ্গে রাজ্যস্তরে বা জাতীয়স্তরে ভাববিনিময়।

৪। কর্মশালা, আলোচনাসভা, সম্মেলনাদি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান রূপায়ণে সহযোগী সংগঠনগুলিকে সাহায়তাদান বা সার্বিক পথনির্দেশ।

৫। জেলা ও মহকুমার সর্বস্তরে আন্দোলন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক শিক্ষণ প্রশিক্ষনের ব্যবস্থাপনা ।

৬। আন্দোলনের স্বার্থে সৌজন্যমূলক ও ত্রুটি-ঘাটতিপূরক সমন্বয়সাধক সংস্থা হিসাবে যে কোনো প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক কাজের দায়িত্ব গ্রহণ।

৭। সব জেলায় পর্যাপ্ত পরিমাণে স্কুল এডুকেশন প্রোগ্রাম করা।

৮। সব জেলার সদস্য সংগঠন সহ শিবির সংগঠকদের সাথে আলোচনাচক্র সম্পন্ন করা।

৯। সকল সদস্য সংগঠনগুলির কর্মীদের রক্তদান শিবির সম্পর্কিত তথ্যাদি দিয়েসমৃদ্ধ করা। অডিও ভিজুয়্যাল প্রচার সামগ্রী তৈরি করা।

১০। স্বেচ্ছা রক্তদান আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য বিশেষ কয়েকটি দিন ৮ই মে, ১৪ই জুন,১লা অক্টোবর সমগ্র রাজ্যব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

১১। উদ্বুদ্ধকরণ শিবির বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবির রে জন্য কেন্দ্রীয় ফ্যাকাল্টি টিম তৈরি করা।

বন্ধু, এই সময়কালে সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সংগঠনের বিস্তৃতি ঘটেছে। আরও বহু মানুষকে এই আন্দোলনে সামিল করতে হবে। এখনও যে প্রান্তে রক্তদান কর্মকান্ড পিছিয়ে আছে। সেই সকল প্রান্তে আমাদের বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে।

- ডাঃ পল্লব কুমার দে

যুগ্ম সম্পাদক,

ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনারস সোসাইটি

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক ঝলক

স্বপন কুমার বন্ধু
বিশিষ্ট সমাজসেবী

আপনারা জানেন যে, আমাদের পৃথিবীর বয়স ৪৫৫ কোটি বছর। আর এখন থেকে মাত্র তিন লাখ বছর আগে মানুষের জন্ম। হোমো সেপিয়েন্স শব্দের অর্থ হলো 'জ্ঞানী মানুষ'। ল্যাটিন শব্দ 'স্যাপিয়েন্স' এর মানে হলো 'জ্ঞানী' বা জানেন এমন কেউ। হোমো স্যাপিয়েন্স হল মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম। পৃথিবীর সব মানুষই হোমো স্যাপিয়েন্স। হোমো স্যাপিয়েন্স এর একটি উপ-প্রজাতি হল হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স । অর্থাৎ হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স হলো আধুনিক মানুষের সংজ্ঞা। প্রায় ১,৬০,০০০ বছর আগে হোমো স্যাপিয়েন্স থেকে হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স উপ-প্রজাতি আলাদা হয়েছিলো। ঐতিহ্যগতভাবে, এই প্রজাতির উপাধিটি জীবাশ্মবিদ এবং নৃতত্ত্ববিদরা আধুনিক মানব জাতিকে আরও প্রাচীন সদস্যদের থেকে আলাদা করতে ব্যবহার করেছিলেন।

এই মানুষের হাত ধরেই হলো পৃথিবীতে অংসখ্য আবিষ্কার। বিচিত্র অভিজ্ঞতা। তবে অনেকেই মনে করেন যে, উনবিংশ শতাব্দীতেই হয় সব থেকে বেশি চিকিৎসাবিজ্ঞানের বারবাড়ন্ত। যাইহোক, এই বিজ্ঞানের অগ্রগতির মধ্য থেকে (ইন্টারনেটের সাহায্যে) সামান্য কয়েকটি নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করি 'আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের এক ঝলক'।

পৃথিবীর একমাত্র মানব শিশু, যার জন্ম দুই বার

কন্যার নাম ঃ লিনলী হোপ
মাতার নাম ঃ মারগারেট হকিন্স বোয়েমার, তিন কন্যার জননী।
শেষ কন্যাই পৃথিবীখ্যাতা।
কোথায় ঃ টেক্সাস চিলড্রেন্স' ফেটাল সেন্টার, লেউয়িসভ্যালি, টেক্সাস।
প্রথম জন্ম ঃ ২৪-১০-২০১৬ তারিখে (১৬ সপ্তাহের মাথায়)।
সিজারিয়ান সেকশনের মাধ্যমে। প্রথমে মায়ের পেট কেটে ও পরে অ্যামনিয়ন কেটে। ডাক্তারবাবুদের অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশন (৫০% বাঁচার সম্ভাবনা) করার সাহায্যে। মাত্র ২০ মিনিটের অপারেশন, যখন তার ওজন ০.৫৩ কেজি। কারণ ওই সময় তার মেরুদণ্ডে একটি টিউমার হয়, প্রায় তার ওজনের সমান। (Sacrococcygeal teratoma) নামের এই অসুখটা ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের হয় চার গুন বেশি এবং প্রতি প্রায় ৭০,০০০ -এ একজনের।
দ্বিতীয় জন্ম ঃ আরো ১২ সপ্তাহ পরে এবং স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক উপায়ে।
মন্তব্য ঃ মা ভেবেছিলেন তাঁর বোধহয় যমজ সন্তান হবে। কিন্তু দ্বিতীয় 'তিন-মাস' সময়কালে ঘটনা অন্যদিকে যায়। যদিও তাঁর প্রথম দুই সন্তানের জন্মের সময়ে সব কিছুই ছিলো স্বাভাবিক। আর এই তৃতীয় কন্যা সন্তানের সময়েই হলো 'ওয়াল্ড রেকর্ড'।

জমজ সন্তানের মিরাকল

ব্রাজিলের ফ্রাঙ্কলিন দি সিলভা নামের ২৯ বছর বয়সী এক মহিলা স্টোকের ফলে মারা যান। তিনি তখন ৯ সপ্তাহের গর্ভবতী ছিলেন। ব্রেন ডেড হওয়ার কারণে তাঁর গর্ভের সন্তানেরা তখনও জীবিত ছিল এবং তাদের হৃদস্পন্দন পাওয়া যাচ্ছিল। চিকিৎসকেরা জমজ সন্তানগুলোকে বাঁচানোর সিদ্ধান্ত নেন। এরই অংশ হিসেবে আরো ১২৩ দিন মহিলাটিকে 'জীবিত' রাখা হয় এবং সফল ভাবে বাচ্চা দুটি জন্মগ্রহণ করে।
এই রকমের আর একটি ঘটনা ১০-০৬-২০১৫ তারিখে কালা পেরেজ ব্রেন ডেড হয় ৫৪ দিন পরে জন্ম হয় অ্যাঞ্জেল'র।

রক্তদানে যুবসমাজ

রামনাথ পাল
(RaghunathPur Sub Divisional Voluntary Blood Donor's Forum)

রক্তের অভাবে কাঁদছে দেশ
...রক্ত চাই,রক্ত চাই,,!
রক্ত থাকতেও দেহে আমাদের
দিই না কেন সবাই,,?.

তোমার রক্তে বেঁচে উঠবে
অসুস্থ কারও জীবন
চিরতরে ধন্য হবে তুমি-
চিরদিন তোমায় রাখবে স্মরণ।

আমরাই সেই পুন্যবান,
আমরাই পাই সুযোগ -
আমরাই পারি, মিটাতে এই --
রক্ত সংকট এর দুর্যোগ।

এসো সবাই মিলে করি শপথ
এই বিপদের দিনে,,
রক্তের অভাবে দেব না যেতে,
কোনো মানুষকে মরনে।

আমরাই সেই রক্তযোদ্ধা
করি রক্ত দান,,
শেষ বিন্দু রক্ত দিয়েও
বাচাবো অপরের প্রান।

আমরাই পারি, আমরাই লড়ি
আমরাই করি কাজ,,
আমরাই দেশের ভবিষ্যৎ,
আমরাই যুবসমাজ।।

রক্তিম বার্তা

গৌতম চক্রবর্তী
(সভাপতি-উত্তর দিনাজপুর জেলা ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি)

'রক্ত' - যুক্ত বর্ণের
ছোট্ট এই লাল শব্দ
বিশাল তার গভীরতা
মৃত্যুও হয় জব্দ।।

দিলে রক্ত এক ব্যাগ
মুমূর্ষু রোগীর কাছে
এর বিভিন্ন উপাদানে
একাধিক প্রাণ বাঁচে।।

রক্ত দিলে রক্তদাতার
ক্ষতি কোনো হয় না
নিজেও বাঁচেন সুস্থ হয়ে
ব্যাধি তাঁকে ছোঁয় না।।

কারখানায় উৎপাদিত পণ্য
রক্ত কিন্তু কখনোই নয়
মানবদেহ এর উৎসস্থল
মানবতাই হল শেষ পরিচয়।।

তাইতো বলি জনগণ
রক্তদানের পুণ্য
বাঁচাও মুমূর্ষু প্রাণ
হও নিজরাই ধন্য।।

শুধুমাত্র রক্ত দিলেই
হবেনা পূর্ণ কাজ
প্রসারিত হোক জনচেতনা
এগিয়ে আসুন আজ।।

মা-বোনেরা সবাই মিলে
উৎসাহ দিন বারে বারে
তৈরি হোক স্বেচ্ছা রক্তদাতা
প্রতিটি ঘর আর নিজ পরিবারে।।

হউক থ্যালাসেমিয়া মুক্ত পৃথিবী
সমাজ হোক আরও সচেতন
মানুষের মাঝে,মানুষের সাথে
উঠুক গড়ে রক্তিম বন্ধন।।

এখন থেকেই এই শপথ
গ্রহণ কর সবে
রক্ত বিনা জীবনদীপ
যায় না যেন নিভে।।

‘সংগঠিত রক্তদান আন্দোলন ও আমাদের দাবী’

স্বেচ্ছা রক্তদান আন্দোলনকে প্রসারিত করতে এবং রক্তের সংকট প্রতিহত করতে নির্দিষ্ট বিষয় সমূহ রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে আমাদের আবেদন এবং এই বিষয় গুলো প্রতিটি জেলার সাংগঠনিক মিটিং এ প্রতিনিধি দের মধ্যে উঠে এসেছে। এই আবেদন নিজে জেলা স্তর এ যেমন বিভিন্ন আঙ্গিকে আন্দোলন চলছে তেমনি গত ১৩/৮/২৪ এবং ০৩/১২/২৪ তারিখগুলিতে স্বাস্থ্য ভবনে জয়েন্ট ডাইরেক্টর (ব্লাড সেফটি) দপ্তরে স্মারকলিপি ও দাবি সনদ প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আমাদের সুনির্দিষ্ট দাবী -

১। রক্তদাতাদের গ্রুপ কার্ড ও ডোনার্স রিফ্রেসমেন্ট বাবদ অর্থ প্রদানের বিষয়ে দেওয় সার্কুলারের যথার্থ প্রয়োগ ঘটাতে রাজ্যের প্রতিটি ব্লাড সেন্টারকে তৎপর হতে হবে।

২। জেলা স্তরে ট্রান্সফিউসান কমিটির সভাগুলি নিয়মিত করার জন্য প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ দরকার।

৩। ‘ক্যাম্প বাতিল করা যাবে না’ এই সার্কুলারের যথার্থ প্রয়োগ দরকার।

৪। ডোনার রিফ্রেশমেন্টের টাকা প্রত্যেক ডোনার পিছু সর্বনিম্ন ১০০ টাকা করার জন্য দাবি জানাচ্ছি।

৫। রক্তদাতাদের সম্মননা এর জন্য সার্টিফিকেট এর সাথে সাথে মেটাল ব্যাজ দেবার পদ্ধতি ফিরিয়ে আনার জন্য আবেদন।

৬। ব্লাড সেন্টারগুলির স্টক বোর্ডগুলি সচল রাখা ও পূর্বের জীবনশক্তি application এর মতন কার্যপ্রণালী গ্রহন জরুরী। রাজ্যের বিভিন্ন ব্লাড সেন্টারগুলিতে ব্লাড স্টক পজিশন জানা যায় তার ব্যবস্থা ভীষনভাবে জরুরী।

৭। কম্পোনেন্ট ব্লাড পরিষেবা বিস্তৃত করার লক্ষ্যে আপৎকালীন যে ব্যবস্থা গ্রহণ কর হয়েছে তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। দুর্গাপুর, বোলপুর, খড়গপুর, জঙ্গিপুর, খাতরা, বনগ, উলুবেরিয়া ও আরামবাগ ব্লাড সেন্টারগুলিতে দ্রুত সেপারেশন চালু করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি এবং আগামী ২০২৬ সালের মধ্যে সকল মহকুমা হাসপাতাল ব্লাড সেন্টারগুলিতে BCSU চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আর্জি জানাচ্ছি।

৮। সরকারি ব্লাড সেন্টারের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। ৩০ কিমি ব্যাসার্ধে একটি করে ব্লাড সেন্টার তৈরি করার চেষ্টা করা অথবা সর্বোচ্চ প্রতি ১০ লাখ জনসংখ্যা পিছু একটি করে সরকারি সম্পূর্ণ পরিষেবা প্রদানকারী ব্লাড সেন্টার ধাপে ধাপে তৈরি করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। বেলদা, উদয়নারায়নপুর, তুফানগঞ্জ, মেখলিগঞ্জ ও সিঙ্গুর ট্রমা কেয়া হাসপাতালে নতুন ব্লাড সেন্টার চালু করার জন্য দ্রুত উদ্যোগ নিতে অনুরোধ করছি।

৯। অবিলম্বে সরকারি ব্লাড সেন্টারের সমস্ত শূন্যপদ (ডাক্তার, টেকনিক্যাল স্টাফ, অফিস স্টাফ) নিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নেওয়ার আবেদন করছি। লোকের অভাবে যথাযথ পরিষেবা বিঘ্নিত হচ্ছে।

১০। বিভিন্ন ব্লাড স্টোরেজ ইউনিট গুলি চালু করতে হবে।। ধাপে ধাপে প্রতিটি গ্রামীন হাসপাতালে একটি করে ‘ব্লাড স্টোরেজ ইউনিট’ চালু রাখার ব্যবস্থা করা নজর দিতে অনুরোধ করছি।

১১। সরকারি ব্লাড সেন্টার বুকিং করার জন্য অনলাইন সিস্টেম (সিঙ্গেল উইন্ডো বুকিং, জাস্ট লাইক রেলওয়ে সিস্টেম) তৈরি করা দরকার। রক্ত পাওয়ার বিষয়টাও পুরোপুরি অনলাইন সিস্টেমে করলে জটিলতা কমে ও রক্ত পাওয়ার বিষয়ে একটা ইতিবাচক পদক্ষেপ হবে।

১২। হিমোগ্লোবিন মাপার যন্ত্র সহ রক্তদান শিবিরের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির অপতুলতা নজরে আসছে। এই বিষয়ে তদারকি খুবই জরুরি।

১৩। রক্তদাতাদের যে রেজিস্ট্রেশন হয় তা অনলাইন করার পরিকাঠামো গড়ে তোলা, সেই সিস্টেমে এস এম এস মেসেজের মাধ্যমে দাতাদের রক্তের গ্রুপ জানানো, কবে আবার রক্ত দিতে পারবে একটা ওয়েলকাম মেসেজ, রক্ত দেবার পর একটা ধন্যবাদ মেসেজ সবই আপডেট দিতে পারা যাবে। এই ব্যবস্থা চালু হলে রক্তদাতাদের মধ্যে একটা ভালো বার্তা দেওয়া যাবে।

১৪। খাতা কলমে নয় বাস্তবিক অর্থে কলকাতার বুকে এমন একটা ব্লাড সেন্টার তৈরি করা উচিত যেখানে ২৪ ঘন্টা রক্তদান করা যাবে। সেটা ধাপে ধাপে রিজিয়ন ধরে করতে হবে। (উত্তর, মধ্য, পশ্চিম)।

১৫। শিবিরে সঠিক সময়ে গাড়ি আসছে না। প্রতিটি রক্তদান ব্লাড সেন্টারের গাড়ি কোথায় কখন আসছে তা অনলাইন ট্রাকিং সিস্টেম দ্বারা সকলে যেন জানতে পারে।

১৬। বেসরকারি এমন কি কিছু সরকারি ব্লাড সেন্টারেও রোগীর আত্মীয়কে অযথা ভয় দেখিয়ে ব্লাড সংগ্রহ করার প্রবণতা বাড়ছে। সরকারি ব্লাড সেন্টারের রক্ত নিতে অস্বীকার করছে। রিপ্লেসমেন্ট ডোনার দেওয়ার বাধ্যবাদকতায় রক্তের অসাধু চক্রকে বৃদ্ধি পেতে সুবিধা করে দিচ্ছে। এই বিষয়ে সরকারি নজরদারি প্রয়োজন। একটা রাজ্যগত ও জেলাগত টীম তৈরি করা উচিত। সেই টীমে অবশ্যই সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি থাকা উচিত। জেলাস্তর ট্রান্সফিউসান কমিটি ফাংশ্যানিং দৃঢ় করা দরকার।

১৭। সরকার এখন প্রত্যেক বছর বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবি সংস্থা/বিভিন্ন পূজা কমিটি কে একটা করে ফান্ড দিচ্ছে, এই ফান্ড দেবার সাথে সাথে বছরের ন্যূনতম একটি করে ৫০ জনরে সরকারি ব্লাড সেন্টারে রক্তদান শিবির সংগঠিত করার আবেদন করা উচিত। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালীন ও পুজো সময় রক্ত সংকটের সময় এই শিবির করা জরুরী।

১৮। সরকারি উদ্যোগের প্রতি ব্লকে ব্লকে স্বেচ্ছায় রক্তদান করার জন্য মোটিভেশন কাজ শুরু হোক। বিভিন্ন সরকারি মেলায় ব্লাড মোটিভেশন ও থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধ বিষয়ক প্রচার স্টল করা আবশ্যিক।

১৯। বিভিন্ন সময়ে আধুনিক রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থার উপর সামাজিক মোটিভেটরদের ও শিবির সংগঠকদের সরকারি ট্রেনিং দেওয়া ও তাদেরকে সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতি দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করছি। সরকারি ট্রেনিং প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক বন্ধুদের পরিচিতি কার্ড দেওয়ার বিষয়টি চালু করার জন্য নজর দিলে ভালো হয়।২০। ভ্রাম্যমাণ রক্ত সংগ্রহকারী বাসের সংখ্যা বাড়াতে হবে। বাস বুকিং পদ্ধতি সরলীকরণ ও অনেক গ্রহণযোগ্য করতে হবে।

২১। State Blood Transfusion Council এর একটি নিজস্ব লোগো থাকা উচিত এবং কাউন্সিল বডিতে সমাজসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের অবশ্যই রাখা উচিত। কাউন্সিল মিটিং ৩ মাস অন্তর করা দরকার।

২২। Working day তে রক্তদান করলে সকল কেন্দ্রীয়/ রাজ্য সরকারি ও বেসরকারি কর্মরত চাকুরীজীবী দের একদিন সবেতন ছুটি দিতে হবে এই ভাবে শ্রম আইন তৈরি করতে হবে।

২৩। গুনগত রক্ত সংগ্রহ ও রক্তদাতার শারীরিক সুস্থতআর জন্য নতুন করে ছুচ না ফুটিয়ে রক্তদান করার আগে রক্তের হিমোগ্লোবিন এর পরিমাণ নির্নয় করতে হবে।

২৪। সান্ধ্যকালীন শিবির সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো রাজ্যের সকল ব্লাড সেন্টার এ তৈরি করতে হবে।

আমাদের বিশেষ প্রচারাভিযান

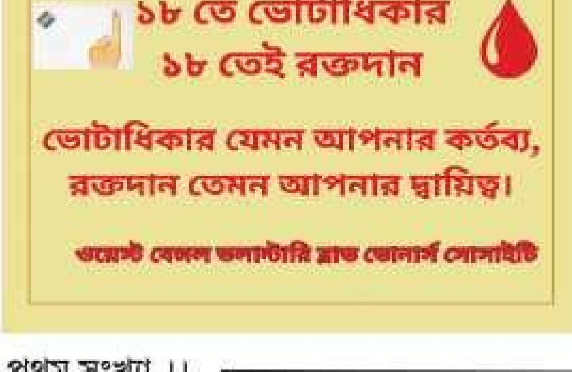

সংগঠনের আয়না

★ সর্বভারতীয় এন.জি.ও কনক্লেভে যোগদান রাজ্য রক্ত সঞ্চালন পর্ষদ এর সুপারিশে আমাদের সংগঠন ১লা অক্টোবর ২০২৪ রাজস্থানের জয়পুর শহরে আয়োজিত সভা অংশগ্রহন করেছে। ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রক এর উদ্যোগে এব অখিল ভারতীয় টেরাপন্থ যুবক পরিষদ এই মহতী সভার আয়োজক ছিলেন।

★ স্কুল ও কলেজের ছাত্র- ছাত্রী দের মধ্যে রক্তদান উদ্বুদ্ধকরন ও থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধ সম্ভব এই বিষয়ে নিয়মিত রাজ্যের সব জেলার সংগঠিত করার চেষ্টা সংগঠন অবিরত করে চলেছে।শিক্ষা শিবিরে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

★ "উৎসবের অর্ঘ্য হোক রক্তদান" - সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর মাস জুড়ে সারা রাজ্যে এই প্রচার সংগঠিত হয়েছে। প্রতিটি জেলাতেই এই শ্লোগান কার্যকরী করতে সকল সংগঠকদের ভালো ভূমিকা লক্ষ্য করা গেছে। এই বিষয়ে প্রতিটি জেলার অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্লাড সেন্টার ভিত্তিক পরিকল্পনা করে কাজে নামা হয়েছিল।

★ গ্রীষ্মকাল ও নির্বাচন এর সময় রক্ত সংকট মুকাবিলায় আমাদের আহবান ছিল স্ক্ষ ১৮ ই ভোটাধিকার , ১৮ তেই রক্তদান - ভোটাধিকার যেমন আমাদের কর্তব্য, রক্তদান তেমন আমাদের দ্বায়িত্ব স্ক্ষ । সারা রাজ্যে এই প্রচার সংগঠিত হয়েছে। অধিকাংশ জেলাতেই এই শ্লোগান কার্যকরী করতে সকল সংগঠকদের ভালো ভূমিকা লক্ষ্য করা গেছে। এই বিষয়ে অনেক জেলা,জেলার অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্লাড সেন্টার ভিত্তিক পরিকল্পনা করে কাজে নামা হয়েছিল।

★ শিলিগুড়ি তে যে ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা হয়েছিল সেই সময় আহত মানুষদের চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গের সকল সমাজসেবী বন্ধুরা, যেভাবে এগিয়ে এসে মানবতার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই এই সময়ে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আমাদের সদস্য সংগঠন ও বন্ধু রাও এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। এই কাজ আমার প্রমাণ করলো 'মানুষ মানুষের জন্য'....

West Bengal Voluntary Blood Donors' Society

State Committee 2024-2026

List of Advisors Members

Name	Designation	Contact No
Dr.Kajal Krishna Banik	Chief Advisor	9474348411
Janab Fayejul Haque	Advisor	9732048198
Dr. Subarna Goswami	Advisor	9434326066
Dr.Tapan Ghosh	Advisor	9635903855
Dr.Sanjit Chatterjee	Advisor	9832113060
Dr.Sujit Sarkar	Advisor	9933609660
Dr.Swapan Banik	Advisor	9433282603
Dr.Debabrata Roy	Advisor	9474778520
Md.Asrafuddin (Babu)	Advisor	9093177600
Saumitra Dutta	Advisor	8759106898

List of GB & Executive Committee Members

Name	Designation	Contact No
Dr.Arunodoy Mondal	President	9433207600
Paresh Nath Sarkar	Vice President	9831046844
Ashim Dhar	Vice President	7001736660
Adv. Ayub Ansary	Vice President	7793320961
Madhu Sudan Ghatak	Vice President	9832832357
Dr Pantha Dasgupta	Vice President	9434217468
Nurul Haque	Vice President	7908362995
Sharmila Ghosh	Vice President	9434711961
Kabi Ghosh	General Secretay	9434003291
Rajesh Palit	Asst. Secretay	9333165399
Dr.Pallab Kr De	Asst. Secretay	9830979145
Swapan Bondhu	GB.Member	7003554462
Ashis Bag	Secretariat	9434816558
Iftikar Alam	Secretariat	9732012346
Fojlul Haque	Secretariat	9434196957
Sujan Chakraborty	Secretariat	9564666027
Bhaskar Ghosh	Secretariat	9830331500
Susanta Banerjee	Secretariat	8537945674
jagadish Maity	Secretariat	9647158523
Priyanka Ghosh Jana	Secretariat	9800326224
Ananta Chatterjee	Secretariat	9433809918
Tanmoy Sengupta	Secretariat	9475703094

List of Permanent Invitee Members

Dipankar Mitra	Kolkata	9163074770
Jayeeta Sengupta Dutta	Darjeeling	7586895545

List of Executive Committee Members

Name	District	Contact No
Raja Bose	Alipurduar	9733447130
Ranjit Mishra	Alipurduar	9064732756
Mithun Roy	Alipurduar	7319142341
Kartik Mal	Bankura	9475464800
Bishnudas Ghosh	Bankura	9734762678
Abdul Khalek Mallick	Bibhum	8637860615
Rajesh Mishra	Birbhum	9932484267
Babulala Hembram	Birbhum	8926182658
Sk. Mosaraff Hossain	Birbhum	6295063318
Kajal Adhikari	Coochbehar	8972284992
Dr.Dibakar Ghosh	D Dinajpur	9800465000
Joydev Routh	Hooghly	7044384789
Prasanta Das	Hooghly	9433773939
Swadesh Choyan	Hooghly	9733544512
Partha Pratim Parui	Hooghly	9732778719
Saswata Parui	Howrah	9874146074
Pampa Sutradhar	Jalpaiguri	8158922143
prof. Maniklal Acharjya	Kalimpong	9434353946
Achintya Laha	Kolkata	9830424385
Jayanta Some	Kolkata	9038390362
Biswaranjan Chowdhury	Kolkata	8337056899
Pranabesh Das	Malda	8906950678
Ziaul Alam	Murshidabad	7384462050
Rafsanjani Islam	Murshidabad	8906771176
Mir Ashraful Karim	Murshidabad	9735615574
Santu Pramanik	Nadia	8116119511
Tirthankar karmakar	N 24Pgs	8240097590
Anamika Singha	Pas.Bardh	9091669593
Pratima Rana	Pas Midn	7797756262
Uday Roy	Purba Bardh	943199587
Sougata Gupta	Purba Bardh	7063168112
Joydeb Dutta	Purba Bardh	8617031713
Debabrata Mitra	Purulia	9434658949
Helal Ahmed	Purulia	9064131384
Binoy Bhakat	S 24 Pgs	7908339542
Akash Barman	U Dinajpur	9800902748
Prof.Debabrata Chowdhury	Nadia	8017291040
Tushar Mukherjee	Pas.Bardh	7908061504

সম্পর্ক
POCO